

## রেজিনগর উপনির্বাচনে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাছেন মমতা, প্রচারে অভিষেক-প্রিয়াক্ষা-সহ ২০!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২০ সেপ্টেম্বর : মমতা শিবিরের ‘শিবরাত্রির সলতে’ রেজিনগর! সেই রেজিনগরে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপাচ্ছেন মমতা। রেজিনগরে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাণী রবিউল আলম চৌধুরী প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অভিক্ষে। শোভনদেব থেকে কুণাল ঘোষ। দোলা থেকে সৌগত রায়। উপাসনা চৌধুরী থেকে প্রিয়াক্ষা অধিকারীরা নামছেন প্রচারে। আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচনের দিন। তার আগে রবিবার প্রচারক তালিকা প্রকাশ করল মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। ২০ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে তারা। প্রকাশিত তালিকা থেকে জানা গিয়েছে, রবিউলের হয়ে প্রচারে নামছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদেশ থেকে ফিরে প্রচারে যোগ দেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। থাকবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সৌগত রায়, দোলা সেন, সামিকুল ইসলাম, মহয়া মৈত্র, কুণাল ঘোষ, বাবর আলি থেকে উপাসনা চৌধুরীরা। এক কথায় বলতে গেলে রেজিনগর উপনির্বাচনে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপাতে চলেছে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। কবে থেকে প্রচার শুরু করবে তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে শনিবারই মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল। উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামে মমতার প্রাণী সঞ্চিতা প্রধান দে মনোনয়ন প্রত্যাহারের পর জানিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে তাঁরা কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। তারপর থেকেই নজর ছিল রেজিনগরে। সেখানে চরম নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। নতুন প্রতীক নিয়ে লড়বেন না বলে জানিয়ে শেষে রবিউল জানান ‘ভোটমুছে’ থাকছেন তিনি। শনিবার রবিউলকে জিজ্ঞাসা করা হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে আসবেন কি না? তিনি জানিয়েছিলেন, এই বিষয়ে কোনও কথা হয়নি। তারপরই রবিবার দুপুরে রেজিনগর উপনির্বাচনে প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করা হল।

## নতুন করে উত্তেজনা মণিপুরে, জাতীয় সড়ক বন্ধ

কাংপোকপি, ২০ সেপ্টেম্বর : নতুন করে উত্তেজনা মণিপুরের কাংপোকপি-তে। জাতীয় সড়ক বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন কুকি সম্প্রদায়ের লোকজন। বিক্ষোভ দেখানোর সময়ে জাতীয় সড়ক গুলে আগুন লাগানো হয় বলেও অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের সারিতে থেঁলে নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও ওই এলাকায় চাপা উত্তেজনা আছে। এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে বলেও রবিবার জানিয়েছে পুলিশ। সম্প্রতি, কাংপোকপির একাধিক গ্রামে হামলা চালিয়ে অনেকগুলি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হামলা চালানো হয় তামেংলং জেলার ধতাকেন এবং লংপি গ্রামের পাশাপাশি নোনে জেলাতেও। গত কয়েকদিনের হামলায় মৃত্যু হয়েছে চার জন মহিলা-সহ অন্তত ৬ জনের। মৃতরা সকলেই কুকি-জ্জো উপজাতির। কুকি অধ্যুষিত গ্রাম ছাড়াও হামলা চালানো হয়েছিল কাংপোকপি জেলার নাগা অধ্যুষিত চাওয়াংকিনিং এলাকাতেও।

## ব্যাঙ্ক ধর্মঘট নিয়ে জরুরি বৈঠকে অর্থমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : দেশজুড়ে ফের ব্যাহত হতে পারে ব্যাঙ্ক পরিষেবা। সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ এবং শনিবার-রবিবার ছুটির দাবিতে ফের ধর্মঘটের পক্ষে ব্যাঙ্ক কর্মী ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টানা তিন দিনের ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তার আগে ২৬ সেপ্টেম্বর চতুর্থ শনিবার এবং ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার হওয়ায়, ধর্মঘটের সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা পাঁচ দিন ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে দেশের ব্যাঙ্কগুলিতে মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ছুটি থাকে। দীর্ঘদিন ধরেই সপ্তাহে দু’দিন ছুটির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছে ব্যাঙ্ক কর্মী ইউনিয়নগুলি। তাদের দাবি, সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত ব্যাঙ্ক পাঁচ দিনের কর্মসূচি চালু করা হোক। এই দাবিতে এর আগেও দেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করেছেন ব্যাঙ্ককর্মীরা। গত ১১ সেপ্টেম্বর এক দিনের ধর্মঘটের পর এবার ফের তিন দিনের কর্মবিরতির হুমিয়ারি দেওয়া হয়েছে।টানা কয়েক দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলে নগদ লেনদেন, চেক সংক্রান্ত কাজ, শাখাভিত্তিক পরিষেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সমস্যা পাল্ল আশঙ্কা রয়েছে। যদিও অনলাইন ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ব্যাঙ্কিং ও এটিএম পরিষেবা অনেক ক্ষেত্রে চালু থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, শাখার পরিষেবা ব্যাহত হলে তার প্রভাব পড়তে পারে সাধারণ গ্রাহকদের উপর। পরিস্থিতি সামাল দিতে আগেভাগেই তপর হয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ঝেরে যাতে জরুরি পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে অচল না হয়ে পড়ে, সেই বিষয়ে আলোচনা করতে ২১ সেপ্টেম্বর একটি উচ্চপর্ষায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে।অর্থমন্ত্রকের অধীন ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের ডাকা এই বৈঠকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক প্রাথমি ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন এবং নাবার্তের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। ধর্মঘটের সম্ভাব্য প্রভাব এবং পরিষেবা সচল রাখার বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এখন নজর ২১ সেপ্টেম্বরের ঠৈঠকের দিকে। কেন্দ্র ও ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে কোনও সমাধাসূত্র বেরিয়ে আসে কি না, তার উপরই নির্ভর করছে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে ব্যাঙ্ক পরিষেবার পরিস্থিতি।

## পড়ুয়াশূন্য সরকারি স্কুলে নতুন পরিকল্পনা রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২০ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পড়ুয়াশূন্য বা কার্যত বন্ধ সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলির পরিকাঠামো এবার বিকল্প কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত পাড়ে থাকা স্কুলবাড়ি, জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি কীভাবে পূর্ণাব্যবহার করা যায়, তা খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলি পরিদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৬০ দিনের মধ্যে সেই সংক্রান্ত রিপোর্টও চেয়ে পাঠানো হয়েছে। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটিতে থাকবেন জেলাশিক্ষা

# দুরন্ত ভারত

## পুরুলিয়ায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর কুড়মি আন্দোলনের ‘সব মামলা প্রত্যাহার’

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২০ সেপ্টেম্বর : পুরুলিয়ায় কুড়মি সমাজের অনুষ্ঠানে গিয়ে বড় ঘোষণা

আগের সরকারের সময়ে কু।মি আন্দোলনকে ঘিরে যে মামলাগুলি হয়েছিল, সেগুলি প্রত্যাহারের

যদিও রেল অবরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশও ছিল। ফলে মামলা প্রত্যাহারের



করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জাতিসত্তার আন্দোলন এবং রেল অবরোধকে কেন্দ্র করে কু।মি আগে দালনকারীদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি দায়ের হয়েছিল, সেগুলি প্রত্যাহার করা হবে বলে জানানেন তিনি। রবিবার পুরুলিয়ায় করম উসবের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর কু।মি সমাজের একাংশের মধ্যে স্তম্ভি তৈরি হয়েছে। গত বছর আন্দোলনকে ঘিরে যে মামলা ও গ্রেফতার হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গেই এই ঘোষণা বলে জানা গিয়েছে। পুরুলিয়ার কড়াডি মাঠে কু।মি সমাজের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, দুর্গাপুরে প্রশাসনিক বৈঠকের সময়ই তিনি মামলা প্রত্যাহারের বিষয়টি জানিয়েছিলেন। এ দিন প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে ফের সেই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য,

ব্যবস্থা করা হবে। ঘটনার সূত্রপাত কুড়মি সমাজের জাতিসত্তা এবং তফসিলি উপজাতি বা এসটি-র স্বীকৃতির দাবিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন থেকে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে পুরুলিয়ায় রেল অবরোধকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, আন্দোলনের সময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছিল। ওই ঘটনায় রেল এবং রাজ্য পুলিশের তরফে একাধিক মামলা দায়ের হয় এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কুড়মি সংগঠনের নেতাদের বক্তব্য, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাদের অভিযোগ ছিল, আন্দোলন দমাতে পুলিশ অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছিল।

ঘোষণা ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক-দুই দিক থেকেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কুড়মি সমাজের অন্যতম নেতা অজিতপ্রসাদ মাহাতো মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, জাতিসত্তার দাবিতে আন্দোলনের সময় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা ও পুলিশি পদক্ষেপ হয়েছিল। মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে তিনি আন্দোলনের দাবির স্বীকৃতি হিসেবেই দেখছেন। কুড়মি সমাজের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ঘোষণার আলোটা তাৎপর্য রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে কুড়মি সমাজের আন্দোলন পশ্চিমামঞ্চলের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন সময়ে রেল অবরোধ, বিক্ষোভ এবং প্রশাসনিক কর্মসূচির মাধ্যমে নিজেদের দাবি তুলে ধরেছে সংগঠনগুলি। ২০২৫

## অতি দ্রুত তদন্তে সন্দেহ তৈরি হয়, সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : কোনও তদন্তকারী সংস্থা কোনও মামলায় অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ করলে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়া স্বাভাবিক-এক পুরনো ঘৃষ মামলার শুনানিতে এমনই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। ২০০৫ সালের একটি মামলায় অভিযুক্ত এক রেল আধিকারিককে মৃত্তি দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তদন্তের ধরন নিয়েই প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি দীপক্বর দত্ত এবং বিচারপতি এন কে সিংয়ের ডিিশন বেষ্ষ মামলাটির শুনানি করছিল। আদালতের পর্যবেক্ষণ, কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘৃষ নেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ আনতে হলে তার পক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মামলায় অভিযোগ দায়ের এবং তদন্তকারী সংস্থার পদক্ষেপের সময় নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বলে মনে করেছে আদালত। মামলাটির সূত্রপাত ২০০৫ সালে। ওই বছরের ৪ আগস্ট এক রেল আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘৃষ নেওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর ওই আধিকারিককে হাতেনাতে ধরতে ফদি পাতার উদ্যোগ নেয় সিবিআই। আদালতে উঠে আসে, এফআইআর দায়েরের দিনই দুপুর ২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যে অভিযুক্ত

আধিকারিককে ধরার জন্য তদন্তকারী সংস্থা ফদি পেতেছিল। তবে সেই অভিযানে অভিযুক্ত আধিকারিকের কাছ থেকে সরাসরি টাকা উদ্ধার করা যায়নি। সিবিআইয়ের দাবি ছিল, তাঁর হয়ে অন্য এক কর্তা টাকা গ্রহণ করেছিলেন। এই



পরিস্থিতিতে তদন্তের সময়কাল এবং ফদি পাতার দ্রুততা নিয়েই প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালত। শুনানির সময় বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কোনও তদন্তকারী সংস্থা কোনও বিষয়ে অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপ করলে কখনও কখনও তা সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আদালতের বক্তব্য অনুযায়ী, এই মামলায় এফআইআর দায়ের হওয়ার আগেই অভিযুক্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে ফদি পাতার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বলে যে পরিস্থিতি উঠে এসেছে, তা বিস্ময় তৈরি করে।

তবে একইসঙ্গে আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘৃষ নেওয়ার অভিযোগের তদন্তে ফদি পাতা নিজে অপরাধ নয়। কিন্তু সেই পদক্ষেপের আগে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ ও তদন্তের ডিভি থাকা প্রয়োজন। মামলার নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতার সময়কাল নিয়েই আদালতের সংশয় তৈরি হয়েছে। এই প্রথম নয়, অতীতেও বিভিন্ন মামলায় সিবিআইয়ের তদন্তের ধরন নিয়ে শীর্ষ আদালত মন্তব্য করেছে। ২০১৬ সালে কল্যা কেলেঙ্কারির মামলার শুনানির সময় তৎকালীন সিবিআইকে ‘তোতাপাখি’ বলে উল্লেখ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই সময় কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। এর প্রায় এক দশক পর, ২০২৪ সালেও একটি মামলার শুনানিতে সিবিআইয়ের স্বাধীনতা ও কাজের ধরন নিয়ে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণে ফের ‘সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে। অর্থাৎ ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ বারবার আলোচনায় এসেছে। বর্তমানে মামলায় অবশ্য আদালতের মূল প্রশ্ন ছিল তদন্তের পদ্ধতি এবং প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণের পর্যাপ্ততা নিয়ে। কোনও সরকারি আধিকারিককে ঘৃষের অভিযোগে অভিযুক্ত

এরপর ৬-র পাত্যয়

## এস আই আর-এর নোটিসে একাধিক হেভিওয়েট!

আডবানী-জয়শংকর থেকে সিবল-সিঙ্ঘভি নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : দিল্লির ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে এবার নোটিস পেলেন একাধিক হেভিওয়েট। তালিকায় রয়েছেন বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আডবানী, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, নির্বাচন কমিশনার এস এস সাহু, কংগ্রেস নেতা কর্পিল সিবল, অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি এবং বিদেশসচিব ব্রজেন মিসরির মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিতা। ভোটের তালিকায় তথ্যের অসঙ্গতি, আগের এস আই আর-এর নথির সঙ্গে নামের সংযোগ না থাকা কিংবা ‘ডিসক্রেপেন্সি’র মতো কারণেই এই নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির এস আই আর-এ বিপুল সংখ্যক ভোটারের নথিতে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। প্রায় ৬৩ লক্ষ ভোটারকে ‘নো ম্যাপিং’ অথবা ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি’-র আওতায় নোটিস দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর মধ্যে প্রায় ১৯ লক্ষ ভোটারের ক্ষেত্রে তথ্যগত অসঙ্গতি এবং প্রায় ১৪ লক্ষের ক্ষেত্রে আগের এস আই আর-এর সঙ্গে ম্যাপিং না হওয়ার বিষয়টিও অসঙ্গতি হেভিওয়েটদের ক্ষেত্রেও অবশ্য কারণ এক নয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনার এস এস সাহুর ক্ষেত্রে ভোটার নথিতে নামের বানানে অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। অন্যদিকে কর্পিল সিবল এবং বিদেশসচিব ব্রজেন মিসরির নাম আগের এস আই আর-এর নথির সঙ্গে যথাযথভাবে ম্যাপ না হওয়ার কারণে নোটিস পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এস জয়শংকর এবং লালকৃষ্ণ আডবানীর ক্ষেত্রেও ভোটার সংক্রান্ত নথিতে আগের তথ্যের সঙ্গে অসঙ্গতি বা ম্যাপিংয়ের সমস্যা রয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ৬-র পাত্যয়

## মোদির মিমিক্রি ঘিরে বিতর্ক, রাহুলকে নিশানা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : ইন্দোরে ‘ছাত্রো কি গুপ্ত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মিমিক্রি ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শনিবারের ওই অনুষ্ঠানে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে মঞ্চে এক কৌতুকাভিনেতা প্রধানমন্ত্রীকে অনুকরণ করেন। সেই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরই রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসকে নিশানা করে সরব হয়েছে বিজেপি। অনুষ্ঠানের মঞ্চে কৌতুকাভিনেতা পুলকিত মণিকে প্রধানমন্ত্রী মোদির কথা বলার ধরন ও অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করতে দেখা যায়। বিজেপির অভিযোগ, ওই অভিনয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্তকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিশেষ করে বয়স্ক এক মহিলার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর একটি পুরনো কথোপকথনের প্রসঙ্গও ওই অভিনয়ে উঠে আসে বলে বিজেপির দাবি। রাহুল গান্ধীকে সেই সময় মঞ্চে উপস্থিত থেকে ওই পরিবেশনায় প্রতিক্রিয়া জানাতেও দেখা যায়। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর বিজেপির একাধিক নেতা রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণে রিজ্জু সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগ করেন, কংগ্রেসে রাজনৈতিক কর্মসূচিকে এমন ধরনের বিনোদনের মতো পরিণত করেছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রীর নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে কংগ্রেসকে ‘কমেডিয়ান ও জোকারদের দল’ বলেও কটাক্ষ করা হয়।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীও রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, ছাত্রদের নিয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মাকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক উপহাসপনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধিতার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিষয়কে টেনে আনা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সি আর কেশবনও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান। তাঁর দাবি, এই ধরনের মঞ্চায়ন রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য যথাযথ নয়। বিজেপির আরও কয়েকজন নেতাও একই ইস্যুতে রাহুলের সমালোচনা করেছেন। তবে এই ঘটনায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও পাষ্টা বক্তব্য এসেছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা বিষয়টিকে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ ও গণতান্ত্রিক পরিমূলের অংশ হিসেবে দেখেছেন। ফলে ইন্দোরের ছাত্র সমাবেশের মঞ্চে হওয়া ওই অভিনয়কে কেন্দ্র করে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

### অশোকনগরের তৈলক্ষেত্রে ‘রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নয়’ : শমীক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : অশোকনগরের তৈলক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হবে না। বরং দীর্ঘদিনের জট কাটিয়ে প্রকল্পের কাজে আরও গতি আনছি লক্ষ্য-রবিবার অশোকনগরের বাইগাছিতে ওএনজিসির ভ্লে উত্তোলন প্রকল্প পরিদর্শনে গিয়ে এমনই বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। প্রকল্পের আধিকারিকদের সামনে তিনি স্পষ্ট করে জানান, তাঁদের পরিচালনাগত বা খনিজ সম্পদকে দরের কোনও নেতা-কর্মী হস্তক্ষেপ করবেন না। শমীকের কথায়, আপনাদের কাজ বা পরিচালনাগত কোনও বিষয়ে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হবে না। বিজেপির কোনও কর্মী, কোনও সাংসদ বা কোনও বিধায়ক এই বিষয়ে নাক গলাবেন না। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদকে রাজনৈতিক বিভাজনের মধ্যে না এনে উন্নয়ন ও উপাদনের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। তবে প্রকল্পের কাজে দীর্ঘসূত্রিতার প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে পূর্ববর্তী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগও করেন শমীক। বিশেষ করে পেট্রোলিয়াম মাইনিং লিজ বা পিএমএল নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপড়নের কথা উল্লেখ করেন তিনি। শমীকের দাবি, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের তরফে রাজ্য সরকারের কাছে একাধিকবার চিঠি পাঠানো হলেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। ২০২৪ সালেও কেন্দ্রের তরফে একই ধরনের অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছিল সে সময় রাজ্য সরকার অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিল। অশোকনগর প্রকল্পের সঙ্গে নিজের দীর্ঘদিনের যোগাযোগের কথাও তুলে ধরেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের স্বাধীন পরিচালক থাকার সময় প্রকল্পের আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বলে জানান তিনি। প্রকল্পে অয়েল ইন্ডিয়ার ২৫ শতাংশ অংশীদারি রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন। সেই সময় বোর্ডের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে সরব হওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীরা কাছেও চিঠি দিয়েছিলেন বলে জানান শমীক। পরবর্তীতে রাজসভার সাংসদ থাকাকালীন প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই অশোকনগরের তৈলক্ষেত্রের বিষয়টি তুলেছিলেন বলে দাবি তাঁর। কখনও জিরো আওয়ার, কখনও স্পেশাল মেশান, আবার কখনও বিভিন্ন বিষয়েও তিনি বিতর্কে উত্থাপন করেছেন বলে জানান। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী মজা করে তাঁকে বলতেন, ইউস ইওর বেবি। এদিকে অশোকনগরের বাইগাছি তৈলক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বাণিজ্যিক উৎপাদন। ২৮ আগস্ট প্রথম দফায় অপরিশোধিত তেলের চালান হলেদিয়া শ্রমদাণগরের উদ্দেশে পাঠানো হয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রথম চালানের পরিমাণ ১২০০ লিটার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওএনজিসির তরফে আরও কয়েকটি কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে। অশোকনগরের এই প্রকল্পকে ঘিরে কর্মসংস্থান ও শিল্পের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেছেন শমীক। তাঁর দাবি, উৎপাদন বাড়লে শুধু অশোকনগর নয়, গোটা উত্তর ২৪ পরগনার আর্থসামাজিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়তে পারে। রানাঘাটে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বন্ধ্যোপাসাগরের বেঙ্গল অক্ষশের এলাকায় তেল অনুসন্ধানের সম্ভাবনার কথাও জানান তিনি। অশোকনগরের বাণিজ্যিক উৎপাদনকে পশ্চিমবঙ্গের জ্বালানি ও শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে তুলে ধরলেও প্রকল্পের বিলম্বের দায় নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক এখনও অব্যাহত। ফেরলের অভিযোগের পাষ্টা বক্তব্যও অতীতে দিয়েছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রে তেল উপাদান শুরু হওয়ার পর এখন নজর নগর প্রকল্পের উপাদন ক্ষমতা কতটা বাড়ে এবং তা রাজ্যের শিল্প ও কর্মসংস্থানে কতটা প্রভাব ফেলে, সেদিকে।

### সংবিধান মেনে চলতে সরকার সম্পূর্ণ দায়বদ্ধওবলেন্দ্র শাহ



কাঠামত্ী, ২০ সেপ্টেম্বরঃ নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ বলেছেন যে, এই সরকার সংবিধানের প্রতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংবিধান দিবস উপলক্ষ্ণে আয়োজিত প্রধান অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শাহ বলেন, এই সরকার এই সংবিধানের প্রতিটি অক্ষর এবং এর মর্ম উভয়ের প্রতিই পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।তিনি বলেন, সংবিধান যতই ভালো হোক না কেন, যদি এর প্রশাসকেরা স এবং ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় না হন, তবে তা কেবল এক টুকরো কাগজ হয়েই থাকবে। তিনি দাবি করেন যে, সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। তিনি বলেন, আমি স্পষ্টভাবে বলছি, এটা কেবল শুরু, শেষ নয়। দুর্নীতি ও দায়মুক্তির শিকড় গভীরে প্রোথিত, কিন্তু যে হাতগুলো তা উপড়ে ফেলতে পারে, সেগুলো শক্তিশালী এবং সংখ্যায্ অনেক। তিনি আরও বলেন, সরকার সচেতন যে উন্নয়নের জন্য সুশাসন একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত।তিনি বলেন যে, সুশাসন বজায় রাখার জন্য প্রশাসনিক কাঠামো যথাযথভাবে গঠন করা হয়েছে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করা হয়।

### বিহার বিধান পরিষদ নির্বাচনে ৫ প্রার্থীর নাম ঘোষণা জন সুরজ-এর

পাটনা, ২০ সেপ্টেম্বর : বিহার বিধান পরিষদ (এমএলসি) নির্বাচনের জন্য পাঁচজন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করল প্রশান্ত কিশোরের দল ‘জন সুরজ’। দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী-দ্বারভাড়া শিক্ষক কেন্দ্রের প্রার্থী হলেন এসপি রাই, দ্বারভাড়া স্নাতক কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে রবীন্দ্র যাদবকে, সারণ শিক্ষক কেন্দ্রে আফাক আহমেদ, পাটনা শিক্ষক কেন্দ্রে দিব্য জ্যোতি ও কৌশী স্নাতক কেন্দ্রে রজনীশ রজন।আসন্ন বিধান পরিষদ নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করতে অভিজ্ঞ ও স্থানীয় স্তরে পরিচিত মুখদেরই অগ্রাধিকার দিয়েছে জন সুরজ। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষক ও শিক্ষিত যুব সমাজের অধিকার ও স্বার্থ তুলে ধরতেই এই প্রার্থীদের নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে নামানো হয়েছে। প্রার্থীদের নাম চূ ড়ান্ত হতেই সংশ্লিষ্ট আসনগুলিতে প্রচার জোরদার করার প্রস্তুতি শুরু করেছে দল।

### কাটারায় হেলিপ্যাড টার্মিনালে বিধ্বংসী আগুন, পুড়ে ছাই টিকিট কাউন্টার ও ক্যাফে

কাটা়া (জম্মু ও কাশ্মীর), ২০ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় মাতা বৈষ্ণোদেবী হেলিপ্যের প্রধান বেস ক্যাম্প কাটারায় হেলিপ্যাড টার্মিনালে রবিবার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে টার্মিনাল ভবনটির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ভোররাত আনুমানিক ৩.১৫ মিনিট নাগাদ হেলিপ্যাড টার্মিনালে আগুন লাগে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। ঘটনার পরপরই স্থানীয় কর্মী, নিরাপত্তারক্ষী এবং দমকল ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের তৎপরতায় যৌথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।বৈষ্ণোদেবী যাত্রার পূণ্যার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ট্রানজিট পয়েন্ট টি দুর্ঘটনার সময়ে বন্ধ ছিল, ফলে বড়সড় কোনও প্রাণহানি বা আহত হওয়ার ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে আগুনে টিকিট কাউন্টারের কয়েকটি কম্পিউটার ও গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম এবং টার্মিনাল চত্বরের একটি কফি শপ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলে পরিকটামোর ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

### ঘোষণা দুরন্ত প্রকানন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাযথ ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ব্রহ্মি ব্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# যুব সমাজকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার ওপর মনোযোগ দিয়েছে ভারত সরকার ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০সেপ্টেম্বরঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত শনিবার ২০-তম রোজগার মেলায় ভি ডি ও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় নবনিযুক্ত যুবক-যুবতীদের মধ্যে ৫১,০০০-এরও বেশি নিযোগপত্র বিতরণ করেছেন। এই রোজগার মেলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, দেশে উৎসবের মরসুম শুরু হয়ে গেছে। এই উসবের মাঝে, আজকের দিনটি হাজার হাজার পরিবারের জীবনে এক নতুন আনন্দ নিয়ে এসেছে। দেশজুড়ে ৫১,০০০-এরও বেশি তরুণ-তরুণী সরকারি চাকরির জন্য নিয়োগপত্র পাচ্ছেন। আপনারা ভারত সরকারে এমন এক সময়ে যোগ দিচ্ছেন যখন দেশ একটি বড় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে- ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি

### এএপি দফতরের বাইরে বিজেপির বিক্ষোভ, কাউন্সিলরের গ্রেফতারির দাবি



নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বরঃ দিল্লি পুরসভার (এমসিডি) এক সাফাইকর্মীর আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আম আদমি পার্টি (এএপি)-র বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ভারতীয় জনতা পার্টি। অভিযুক্ত এএপি কাউন্সিলর বিষয় কুমারের অবিলম্বে বহিষ্কার ও গ্রেফতারের দাবিতে রবিবার এএপি-র দলীয় কার্যালয়ের বাইরে একযোগে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা।বিক্ষোভে অংশ নিয়ে বিজেপি সাংসদ যোগেন্দ্র চান্দোলিয়া এএপি কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সরাসরি আর্থিক প্রতারণা ও আত্মহত্যার প্রচেষ্টারনায় গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, এএপি-র এক কাউন্সিলর লোন পাইয়ে দেওয়ার অছিলায় ওই সাফাইকর্মীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। তাঁর লক্ষ্যমিক টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। সাফাইকর্মীর গোটা বেতনটাই কাউন্সিলর নিজের পকেটে পুরতেন এবং বিনিময়ে তাকে যসমান্য কিছু টাকা দিতেন। চরম আর্থিক ও মানসিক চাপে শেষপর্যন্ত ওই কর্মী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। আত্মঘাতী হওয়ার আগে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে গেছেন, এএপি কাউন্সিলরের কারণেই তিনি এই চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন।বিজেপি সাংসদ আরও দাবি করেন, অভিযুক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় (খুনের মামলা) অভিযোগ দায়ের করে অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করা হোক এবং জেলে পাঠানো হোক। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজধানীর রাজনৈতিক পারদ এক ধাক্কায় অনেকটাই চড়েছে। এএপি নেতৃত্বের তারফে এখনও এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

### মুখ্যমন্ত্রীকে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ, গোষাটে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা ফিরোজ আলী

আরামবাগ , ২০ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রিকে উদ্দেশ্য করে সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর ও আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে গোষাটে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল নেতা তথা গোষাট-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ফিরোজ আলী। অভিযোগের ভিত্তিতে গোষাট থানার পুলিশ শনিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে। রবিবার তাঁকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে ফিরোজ আলীর নামে করা কয়েকটি পোস্টকে কেন্দ্র করে বিতর্কিত সূত্রপাত। এই ঘটনায় পুরস্কার বিধায়ক বিমান ঘোষ গোষাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক মাধ্যমের পোস্টের স্ক্রিনশটও পুলিশকে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার

পরই তদন্তে নামে গোষাট থানার পুলিশ এবং শনিবার রাতে ফিরোজ আলীকে গ্রেফতার করা হয়।ধৃত ফিরোজ আলী বর্তমানে গোষাট-২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। রবিবার তাঁকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। আদালতে যাওয়ার পথে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে ফিরোজ আলী তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং গ্রেফতারির পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে দাবি করেন। অন্যদিকে, অভিযোগকারীদের দাবি, সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টের ভিত্তিতেই পুলিশের এই পদক্ষেপ।ঘটনাকে ঘিরে গোষাটের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। পুলিশের তদন্তে অভিযোগের প্রকৃত ঘটনা ও সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টগুলির সত্যতা নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ স্পষ্ট হবে।

## গ্র্যাচুইটি আটকে রাখায় সরব অধ্যক্ষ-পরিষদের সভাপতি, সদ্যপ্রাক্তন অধ্যক্ষ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বরঃ অবসর গ্রহণের পর পেনশনের আবেদনপর অনুমোদিত হলেও প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি থেকে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি তথা যোগেশচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পঙ্কজ রায় রাাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের (ডিপিআই) একাংশের অধিকারিকের বিরুদ্ধে ‘চরম হয়রানি ও ষ্ঠেচ্ছাচারিতার’ অভিযোগ তুলেছেন তিনি।তাঁর দাবি, সরকার বদলালেও প্রশাসনের ভেতরে থাকা কিছু ‘ বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এই মর্মে তিনি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি দিয়েছেন।জানা গিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই নিজের পেনশন পেপার জমা দেওয়ার কথা ছিল পঙ্কজবাবু। কিন্তু তকালীন করলেজ সভাপতি, তথা বর্তমান মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস সার্ভিস ব্রুক চূড়ান্ত স্বাক্ষর না করায় তা আটকে থাকে।পরে প্রশাসক আসার পর গত ১০ মে তিনি কাগজপত্র জমা দেন। কিন্তু গত ১৬ জুন ডিপিআই অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ অ্যাকাউন্টস সোনালী মিত্র নাথ তাকে একটি চিঠি দিয়ে জানান, তাঁর ফাইলে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে (it may be erroneous)।পঙ্কজবাবুর



অভিযোগ, সরকারী পরিভাষা কখনোই এমন হয়না, নিয়মকানুন তোয়াক্কা না করে ফাইলটিকে সাতটি আলাদা দপ্তরে ঘুরিয়ে অকার্যক্রে সময় নষ্ট করা হয়। পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় গত ২৮ জুলাই, তাঁর অবসরের ঠিক তিন দিন আগে, নিম্নলি বন্ধ অধ্যক্ষ পরিষদের প্রায় ২০ জন অধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যান। এর জেরে ফাইলটি দ্রুত এজি (AG)-র কাছে পৌঁছায় এবং পরদিন, ২৯ জুলাই তাঁর পেনশন ও গ্র্যাচুইটি-দুই-ই চূড়ান্তভাবে তক্ষনা অনুমোদিত হয়।কিন্তু অভিযোগ, পিপিও (PPO) বেরিয়ে গেলেও ডিপিআই দপ্তর থেকে আচমকাই তাঁর গ্র্যাচুইটি আটকে দেওয়া হয়। কারণ হিসেবে পুরনো একটি নির্দেশিকা তুলে ধরে মূল বেতন ও এজিপি (কল্পণ্ড)

সহযোগিতা। যেন কেবল সরকারগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং আমাদের উদ্যোক্তা, কৃষক, নারী এবং তরুণ-সকলেই যেন এতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হন। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ‘ট্রিকস কানেক্ট’ এবং ‘ট্রিকস এমএসএমই কো-অপারেশন পোর্টাল’-এর মতো উদ্যোগগুলো চালু করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, বিগত কয়েক বছরে ভারত প্রায় ৪০টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর করেছে। এই এফটিএগুলি আমাদের যুবকদের জন্য সুযোগের নতুন দরজা খুলে দিচ্ছে। এই ধরনের বাণিজ্য চুক্তিগুলি আমাদের উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন অংশীদারিত্বের পথ প্রশস্ত করে, নতুন বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়.

এবং আমাদের তরুণদের জন্য নতুন কর্মজীবনের সম্ভাবনা তৈরি করে। ভারত সরকার ধারাবাহিকভাবে যুব সমাজকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করার উপর মনোযোগ দিয়েছে- সেটা জাতীয় শিক্ষা নীতি, স্কিল ইন্ডিয়া মিশন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, বা শিক্ষানবিশকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টার মাধ্যমেই হোক না কেন। আমাদের লক্ষ্য হল, আমাদের যুবকদের শিক্ষা এবং দক্ষতা যেন পরিবর্তনশীল অর্থনীতির চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে চলে। এর একটি উদাহরণ হল পিএম সেতু প্রকল্প ৬০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ১,০০০টি সরকারি অস্ট্রিটআই-কে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে, এবং এই প্রক্রিয়ায় শিল্পের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

## ‘বাঁশি হরা’ হুমায়ূন পুত্র প্রবল ক্ষুব্ধ নির্বাচন কমিশনের উপর



নিজস্ব প্রতিবেদন,২০সেপ্টেম্বরঃআসন্ন দুই উপনির্বাচনে প্রতীক চিহ্ন নিয়েই যত গন্তগোল। এবার সেই সমস্যা রেজিনগর কেন্দ্রে হুমায়ুন কবীরের পুত্র রবিনের। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীক ‘বাঁশি’। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এবার সেই প্রতীক না দিয়ে দিয়েছে ‘টেবিল’। আর এতেই গন্তগোল শুরু হয়েছে। প্রতীক জটিলতায়,ধাক্কা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির। রেজিনগর উপনির্বাচনে চেনা ‘ বাঁশি প্রতীকে লড়াই করতে পারছেন না হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবী আজাদ রবিন। কমিশনের তরফে তাঁকে বরাদ্দ করা হয়েছে ‘ চিহ্ন। আজ, শনিবার ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। এদিনই প্রতীক বরাদ্দ করে নির্বাচন কমিশন। নতুন প্রতীক বরাদ্দ হতেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রবিন। শুধু তাই নয়, কড়া ভাষায় একযোগে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে তোপ দাগেন তিনি। যদিও এক আধিকারিকের কথায়, কমিশন যা ক হচ্ছে আইন মেনেই করছে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসা বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন আগে তৃণমূল ছেড়ে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি গড়েন হুমায়ুন কবীর। দলের প্রতীক হয় ‘বাঁশি ওই প্রতীক নিয়েই গত বিধানসভা ভোটে রেজিনগর ও নওদা দুই কেন্দ্র থেকেই জেতেন তিনি। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী রেজিনগর ছাড়েন হুমায়ুন। এহেন প্রেক্ষাপটেই এখন রেজিনগরে উপনির্বাচন হচ্ছে। সেই নির্বাচনেই ‘ হুমায়ুন পুত্র রবিন। এগনেরই জের্গে ওঠেন তিনি। রবিনের দাবি, তিনি প্রথম প্রার্থী হিসেবে ৯ সেপ্টেম্বর ‘ বাঁশি চিহ্নে মনোনয়ন জমা দেন। সেদিনও কমিশনের ওয়েবসাইটে ‘ ত্রি সিম্বল হিসেবে ছিল। ১৯৭টি চি্র প্রতীকের তালিকায়, ‘ হুমায়ুন ও দলের জন্য বরাদ্দ ছিল না। তার অভিযোগ, ১৭ সেপ্টেম্বর স্ক্রুটিনর দিন কমিশন নতুন করে ১৮৩টি প্রতীকের তালিকা প্রকাশ করে। সেখানে ‘ ঘাসফুল ও ‘বাঁশি দুটোই উধাও। অথচ মনোনয়ন জমার সময় পর্যন্ত ‘ ব্যবহার করা যাবে না, এমন কোনও নির্দেশিকা ছিল না।

## বিজেপি নেতা পরিচয় দিয়ে

## তোলাবাজির অভিযোগ, গ্রেফতার যুবক

স্বরূপনগর, ২০ সেপ্টেম্বরঃনিজেকে বিজেপি নেতা পরিচয় দিয়ে তোলাবাজি, হুমকি, সরকারি কাজে বাধা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের বদলির হুমিয়ারি দেওয়ার অভিযোগে ওঠে।এই ঘটনায় স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের পর অভিযুক্ত সঞ্জয় দাসকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। অভিযুক্ত যুবক কীভাবে সরকারি কাজে বাধা দিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অন্যান্য অভিযোগের পিছনে কী তথ্য রয়েছে, সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশি পদক্ষেপের পর এলাকার বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আধিকারিকদের বদলি করে দেওয়ার হুমিয়ারি দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ ওঠে।এই ঘটনায় স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের পর অভিযুক্ত সঞ্জয় দাসকে গ্রেফতার করা হয়। রবিবার তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। অভিযুক্ত যুবক কীভাবে সরকারি কাজে বাধা দিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অন্যান্য অভিযোগের পিছনে কী তথ্য রয়েছে, সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশি পদক্ষেপের পর এলাকার বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## ১৯৭২ অনুযায়ী, ৩০ দিনের মধ্যে

গ্র্যাচুইটি না দিলে তা সুদ-সহ মেটানোর নিয়ম রয়েছে।সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগটি উঠেছে ডিপিআই দপ্তরের ওই আধিকারিকের আচরণ নিয়ে। পঙ্কজবাবু জানান, তাঁর সামনেই এজি অফিস থেকে জানানো হয় যে ওই ত্রুটির নোটটির কোনো প্রয়োজন ছিল না। উল্টে অভিযুক্ত আধিকারিককে ফোন করা হলে তিনি নাকি গ্র্যাচুইটি আটকে রাখার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, বেশ হয়েছে। ভালো হয়েছে।এই ঘটনায় আপনি কি আইনি পদক্ষেপ নেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পঙ্কজ রায় এই প্রতিবেদককে বলেন, আমি বর্তমান সরকারের সমর্থক। বাবার বিরুদ্ধে কি ছেলে কখনো মামলা করে? তাই আমি আদালতে যাচ্ছি না। কিন্তু আমি চাই আইন অনুযায়ী কাজ হবে। শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে তাঁর স্পষ্ট দাবি, প্রশাসনিক এই দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে, যাতে আগামী দিনে আর কোনো অধ্যক্ষ এমন হয়রানির শিকার না হতে হয়।রাাজ্যের অর্থদপ্তরের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক বলে, আমরা অভিযোগ পেয়েছি। শীঘ্র ফাঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

## এম৭৭৭ ইউএলএইচ দিয়ে লক্ষ্যভেদ ভারতীয় সেনার, মহড়ায় অংশ নিল মার্কিন সেনাও



নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : সামরিক মহায্য এম৭৭৭ আন্টা লাইট হাউটজার (ইউএলএইচ)-এর সরাসরি গোলাবর্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করল ভারতীয় সেনা। মহাজন ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে (এমএফএফআর) আয়োজিত এই মহাা়য় দৃশ্যমান লক্ষ্যবস্তুতে সরাসরি নিশানা দাগে হাউটজার কামানগুলি মহাা চলাকালীন কামানের দায়িত্বে থাকা গোলাদাজ সেনাদল তাদের অসাধারণ পেশাদারিত্ব, লক্ষ্যভেদের নিখুঁত ক্ষমতা এবং যুদ্ধপ্রস্তুতির পরিচয় দেয়। নির্দিষ্ট প্রতিটি লক্ষ্যবস্তুকেই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আঘাত করে ধ্বংস করে তারা। লাইট ফায়ারিং শেষ হওয়ার পর মার্কিন সামরিক দলের প্রতিনিধিরা ভারতীয় সেনার এই গান পছন্দন পির্দক্ষন করেন। সেখানে তাঁরা ইউএলএইচ ব্যাটারির আধিকারিক ও সেনাকর্মীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। দুই দেশের সেনার মধ্যে পেশাগত অভিজ্ঞতা, যুদ্ধকৌশল এবং সেরা সামরিক কার্যপদ্ধতি আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই যৌথ পর্বাট সম্পন্ন হয়।

### জাপানে সানডে অন সাইকেল কর্মসূচি, মনসুখের সঙ্গে শামিল প্রবাসী ভারতীয়রাও



নাগোয়া (জাপান), ২০ সেপ্টেম্বর : জাপানের নাগোয়ায় আয়োজিত ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়া ভারতীয় ক্রীাদলকে উদাহিত করতে এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সে দেশে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়া৷ খেলোয়াড়দের মনোবল বৃদ্ধি ও শুভকামনা জানাতে আয়োজিত হয় ‘সানডে অন সাইকেল’ কর্মসূচি। এই সাইক্লিং কর্মসূচিতে অংশ নেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া।রবিবার সকালে নাগোয়ায় আয়োজিত এই সাইক্লিং কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেন, জাপানের নাগোয়ায় এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ভারতের ক্রীড়াবিদরা এতে অংশগ্রহণ করছেন। তাদের উসাহিত করতে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এখানকার প্রবাসী ভারতীয়ারা সানডে অন সাইক্লিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের ক্রীড়াবিদরা দুর্দান্ত পারফর্ম করবেন এবং দেশের জন্য গর্ব বয়ে নিয়ে আসবেন।বিশেষে প্রবাসী ভারতীয়দের এমন উদ্যোগের ফুসী প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। তিনি উল্লেখ করেন, বিশ্বের যে প্রান্তেই ভারতীয়া থাকুন না কেন, দেশের ক্রীড়াবিদদের সমর্থনে তাদের এই এক ও উদ্দীপনা সতিই প্রশংসনীয়। ক্রীড়াবিদদের পাশে দাঁড়তে প্রবাসী ভারতীয়দের এমন বর্গীয় সাইকেল র‍্যালি এশিয়ান গেমসের আবহে ভারতীয় শিবিরে বাড়তি উসাহ জুগিয়েছে।

## বাগবাজরের গৌড়ীয় মঠে ১০৭তম রাধাষ্টমী মহোৎসব



কলকাতা,২০সেপ্টেম্বরঃভাগবতের পরম তত্ত্ব, পরম শক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং রাধারানীর কৃপাসুখা লাভের পূণ্যতিথি রাধাষ্টমী। বৈষ্ণব ভাবধারার প্রাণকেন্দ্র গৌড়ীয় মঠে উসবের আবহ। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভক্তির মেলবন্ধনে এবার উদ্ভাসিত বাগবাজারের মঠ প্রাঙ্গণ।শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী বৃন্দাবনস্থিত নন্দ মহারাজের প্রিয় বন্ধু বৃষভানু রাজার কন্যা হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসে সাহায্য করার জন্য তাঁর বাম অঙ্গ থেকে শক্তিষরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। রাধাঠাকুরাণী কৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গিত, তিনিই আদিশক্তি এবং সকল শক্তির জননীস্বরূপ। রুক্মিণী, সীতাঠাকুরাণী, লক্ষ্মীদেবী থেকে শুরু করে এই সংসারে যারা শক্তিষরূপে পূজিত হচ্ছেন, সকলেই ভগবশক্তির স্বরূপিণী শ্রীরাধার অংশ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে যেমন দুর্গা, কালী, চণ্ডী, শীতলা রাধাঠাকুরাণীর জন্মলীলা বর্ণিত রয়েছে। একসময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোলকে বিলাসকালে রাধাঠাকুরাণীকে বলেন আমাকে ভৌম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে লীলাবিলাস করতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে এবং লীলার সহায়ক হবে। তখন রাধাঠাকুরাণী বলেছিলেন আমি প্রপঞ্চে যেতে চাই না। সেখানে অন্য পুরুষের দর্শন হবে, তা আমি চাই না। কৃষ্ণ বলেছিলেন, তুমি চিন্তা করো না, তুমি জন্ম নিয়ে প্রথমে আমারই দর্শন পাবে। পরবর্তীকালে রাধাঠাকুরাণী অন্ধ হয়ে জন্ম নেন এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্পর্শে তাঁর চোখ খোলে। সেই সময় রাধারানীর প্রথম কৃষ্ণকেই দর্শন করেন এবং মনে সর্বদা কৃষ্ণচিন্তা করতে করতে যাবতীয় লীলা শেষ করেন। রাধারানী কৃষ্ণ আরাধনায় শ্রেষ্ঠা। তাঁর সর্বক্ষে জ। জগতের জীবের কোনও প্রকার ধারণা থাকতে পারে না। এমনকী শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর নামও গোপন করা হয়েছে। তিনি পার্থিব মনবধারণার অতীত এক সত্তা। পুরাণে রাধা নামের এইরকম মহিমার বর্ণনা রয়েছে যে ‘ শব্দ উচ্চারণ করলেই কৃষ্ণ উদ্ভাসিত হন এবং ‘ শব্দ উচ্চারণকারী ব্যক্তির দিকে কৃষ্ণ পছন্দ পিছন ধাবিত হন। অর্থা রাধা নাম উচ্চারণের ফলে কৃষ্ণ সুখী হন। বাগবাজার সৌীয় মঠে এ বছর অনুষ্ঠীত হচ্ছে ১০৭তম বর্ষপূর্তি রাধাষ্টমী মহোসব। প্রত্যেক বছর বিশেষ ধুমধামের সঙ্গে এই উসব পালিত হয়। পূর্বদিন অধিবাস কীর্তন এবং এই দিন বেলাে ৪টা থেকে প্রভাতী কীর্তন, স্তবস্তুতি পাঠ, আরতি, পরিক্রমা, শৃঙ্গার, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি এবং ১২টার সময় অভিষেক মহোসব অনুষ্ঠিত হয়। তার পরে প্রায় ১৫০-র বেশি ব‍াঞ্জন, পিঠা, পান ইত্যাদি দিয়ে ভোগ হয়।

## রাশিফল

মেসঃআজ আপনি আবেগপ্রবণ থাকবেন, যার ফলে কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। অতিরিক্ত উসাহের সঙ্গে আপনি পাে থাকা কাজ শেষ করতে পারেন এবং বাকি সময়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়েও চিন্তা করতে পারেন।

বৃষঃ আজকে আপনি উসাহ ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আপনার মজা করতে আর নিজের সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের মনোরঞ্জন করারও ইচ্ছে হবে। সংসারে শান্তি মিথুনঃ আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসারীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাক্ষরা। কর্কটঃআজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাবেন। শুভদিন হবে সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েরদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে আপনার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে তুলা।এক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিয়ে আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক দিল্লতি হবে। মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। সংসারে শান্তি হবে। কুর্মুঃ বেশিরভাগ সময়েই আপনি যে পথে চালাবেন ঠিক করবেন তাতেই চলেন, বিশেষত যখন আপনি লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছেন। আজকে আপনি কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার জন্য নিজের সীমা পার করে যাবেন।। মীনঃ ভয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এটি যদিও পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না, এটিকে বশ করে রাখা যায় এবং আজ আপনি তাই করবেন। আপনার চেপে রাখা সব সাহস আজ বেরিয়ে আসবে।শুভদিন হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হবে।

## আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফের বৃষ্টি বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে, বিশেষ করে উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়খ্াম এই জেলাগুলিতে বৃষ্টি বেশি থাকবে।উত্তর হাটহারা অন্মান্দার সাগরের কাছে সৃষ্টি হয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত, সেটি প্রথমে নিম্নচাপ ও পরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাবেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। উত্তাল থাকবে সমুদ্র, তাই ২৩ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী ৬-৪ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।। আজকের সবোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আবেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ শতকরা এবং ৫২ শতাংশ শতকরা হতে পারে আবহাওয়া।

### জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। ভাট-বেলা ০৪টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যউদয়ের সাকাল ৫ টা ২৮মিনিটে এবং পেরাং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মিনিটে হতে পারে।

### প্রান্তিকস্তরে দ্রুত বিচার পৌঁছে দিতে মিডিয়েশন নিয়ে সচেতনতা শিবির



দূরস্বভাবা, আশিস কুমার ঘোষ, হলদিয়া, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া কুমার চন্দ্র জানা অডিটোরিয়ামে কলকাতা হাইকোর্টের মিডিয়েশন এবং কনসিলিয়েশন কমিটির পরিচালনায় মিডিয়েশন নিয়ে সচেতনতা শিবির আয়োজিত হয়।ওই শিবিরের সহযোগিতায় ছিলেন জেলা আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ । সূচিম কোর্টের মিডিয়েশন ফর দ্য নেশ্যন ৩.০ প্রকল্পের অধীনে ‘মাইজেনা লেভেল মিডিয়েশন এওয়ারানেশ প্রোগ্রাম’ শিরোনামে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন দুই বিচারপতি দেবীপ্রসাদ দে এবং মধুমতী মৈত্র, জেলাজজ জীবন কুমার সাধু, হাইকোর্টের মিডিয়েশন কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি সূদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নবনীতা নন্দী, মিডিয়েশন সেন্টার ও. সি. ড শুভাশিস মুখার্জী, জেলা আইনী পরিষেবা কেন্দ্রের সচিব সানীপা ব্যানার্জী,অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার প্রমুখ। জেলা – প্রশাসনের আধিকারিকদের পাশাপাশি তমলুক-হলদিয়া আদালতের আইন জীবীগণ - ল ব্রার্ক, আইনী পড়ুয়া সহ আই সি ডি এস কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মিডিয়েশন কমিটির ও. সি. ড শুভাশিস মুখ্যী এবং এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর নবনীতা নন্দী জানান, ‘মিডিয়েশনের মাধ্যমে বীব্যমান পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান করা হয় সেই সাথে দ্রুত ও সাশ্রয়ী বিচার মেলে’। জানা গেছে কলকাতা হাইকোর্ট সহ নিম্ন আদালতের ঘৃণা ফৌজদারি মামলা ছাড়া মামলায় মিডিয়েশন হয় দু পক্ষের সম্মতি দ্বারা ।

### এবার দুর্গাপূজোতে সরকারি গাইডলাইন বিষয়ক আলোচনা সভা হয়ে গেল মৈপীঠ থানা ভবনে



দূরস্বভাবা, নিজষ সংবাদদাতা, মৈপীঠ, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজো আসন্ন। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে পূজার প্রস্তুতি। পূজোকে সৃষ্টি, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করতে রবিবার দুপুরে মৈপীঠ কোর্স্টাল থানা ভবনে মৈপীঠ কোর্স্টাল থানা এলাকার পূজো কমিটিগুলিকে নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মৈপীঠ কোর্স্টাল থানার উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় পূজো সংক্রান্ত বিবিস্তর সরকারি নির্দেশিকা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মৈপীঠ কোর্স্টাল থানার ওসি জাহিদ মন্ডল, জয়নগর সিআই, জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্রের সহ আধিকারিক, কুলতলি বিদ্যুৎ দফতরের সহ-আধিকারিক, কুলতলি বন দফতরের আধিকারিক, কুলতলি বিডিও বিভাগীয় আধিকারিক সহ প্রশাসন ও বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা। এদিনের আলোচনা সভায় একছরের দুর্গাপূজো উপলক্ষে সরকারি নির্দেশিকা কী রয়েছে এবং পূজো কমিটি গুলিকে কীভাবে সেই নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে, তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়। পূজোর মণ্ডপে অগ্নি নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ সংযোগ, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, দর্শনাধীনের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। এদিনের সভায় বিশেষভাবে ডিজে ব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে পূজোয় ডিজে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে পূজো কমিটি গুলির সদস্যদের স্পষ্টভাবে জানানো হয়। জয়নগর সিআই ও মৈপীঠ কোর্স্টাল থানার ওসি পূজো কমিটি গুলিকে সরকারি নির্দেশ মেনে চলার পাশাপাশি স্কন্দদুধ্য নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। মৈপীঠ কোর্স্টাল থানা এলাকার নতুন ও পুরনো মিলিয়ে ৫০ টি পূজো কমিটির সদস্য এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূজো কমিটি গুলিকে নিয়ম মেনে উৎসব পরিচালনার পাশাপাশি কোনও সমস্যা হলে দ্রুত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। পূজোর আগে প্রশাসন ওপূজো কমিটিগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও দৃঢ় করতেই এই আলোচনা সভার আয়োজন বলে জানা গিয়েছে।

# হাতুড়ে চিকিৎসকের দাপট গ্রামে, হাই কোর্টের নির্দেশের পর নজর ঝাড়গ্রামে

দূরস্বভাবা, স্বশীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : গ্রামাঞ্চলে অননুমোদিত চিকিৎসক বা ‘কোয়াক’-দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। গত ১৬ সেপ্টেম্বরের নির্দেশে আদালত জানিয়েছে, সমস্ত ধরনের অননুমোদিত চিকিৎসক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত ‘কোয়াক’-দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। এমনকি অপটোমেট্রিস্টদের ক্ষেত্রেও অননুমোদিত চিকিৎসা-চর্চার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছে রাজ্য। কী ব্যবস্থা নেওয়া হন, তার রিপোর্ট পর্যায়ক্রমে আদালতে পেশ করতে হবে। প্রথম ‘অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট’ ৭ অক্টোবর আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশের পর ঝাড়গ্রাম জেলায় গ্রামীণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকা হাতুড়ে চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। ঝাড়গ্রাম শহর থেকে জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম;বিভিন্ন এলাকায় এখনও একাংশ মানুষ স্থানীয় হাতুড়ে চিকিৎসকদের উপর নির্ভরশীল। কোথাও দোকানঘর বা ছোট চেষ্টারে, আবার কোথাও বাড়ির একাংশে রোগী দেখার অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাতে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কিছু ব্যক্তি রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে ওষু দেওয়া, এমনকি বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া চিকিৎসায় উপকার না হলে বা রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে শেষ পর্ত্ত সরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হয় বলেও অভিযোগ। অথচ ঝাড়গ্রাম জেলার সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গত কয়েক বছরে অনেকটাই সম্প্রসারিত হয়েছে। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চালু হওয়ার ফলে জেলার মানুষের সামনে উন্নততর সরকারি চিকিৎসার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বেলপাহাড়ির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

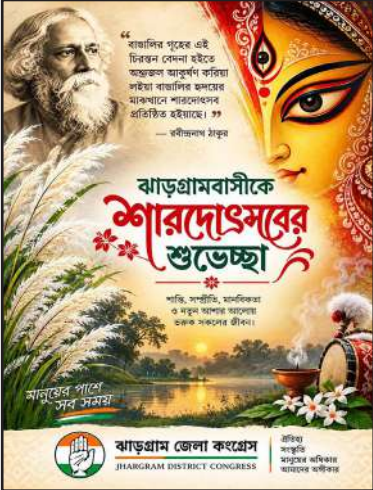


করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক অসুস্থতাকে সাধারণ সমস্যা বলে মনে করে সরকারি হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না বাসিন্দাদের একাংশ। স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশের মতে, এর ফলে রোগ নির্ণয়ে দেরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে জটিল রোগের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের পরামর্শ না নিলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। যদিও জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছানোর পরেও কেন অননুমোদিত চিকিৎসকদের অস্তিত্ব থেকে যাচ্ছে, তা নিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের নজরদারি আরও জোরপূর করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ। হাই কোর্টের নির্দেশের ফলে এবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অননুমোদিত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর থাকবে। ৭ অক্টোবর আদালতে রাজ্যের প্রথম ব্যবস্থা নেওয়ার রিপোর্ট পেশ হওয়ার কথা। ফলে তার আগে জঙ্গলমহালের এই জেলায় হাতুড়ে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযান শুরু হয় কি না, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

# ‘শারদোৎসব’-এর বার্তায় রবীন্দ্রনাথ, জনসংযোগে জেলা কংগ্রেস

দূরস্বভাবা, নিজষ সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : ঝাড়গ্রাম দুর্গাপূজার আগে জেলার মানুষের সঙ্গে জনসংযোগে বাড়াতে ‘শারদোৎসব’-কে সামনে রেখে বিশেষ কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে ঝাড়গ্রাম জেলা কংগ্রেস। সদ্য জেলা সভাপতির দায়িত্ব নেওয়া প্রসেনজিৎ দে-র নেতৃত্বে পূজার আগেই জেলার মানুষকে ‘শারদোৎসব’-এর শুভেচ্ছা জানিয়ে ডিজিটাল বার্তা পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শুধু শুভেচ্ছা জানানো নয়, ওই বার্তায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা এবং স্থানীয় নানা বিষয়ও তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় শরৎ ও দুর্গোৎসবের যে আবেগ এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ফুটে উঠেছে, তা-ও তুলে ধরা হবে। দুর্গাপূজার সঙ্গে ‘শারদোৎসব’ শব্দের ব্যবহার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের পরেই কংগ্রেসের এই উদ্যোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

জেলা কংগ্রেসের বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা য় শরৎকাল, দুর্গোৎসব এবং বাঙালির জীন ও আবেগের সঙ্গে এই উৎস্ব সবার গভীর সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। বিশেষ করে উমার বাপের বাড়ি ফেরার আবেগ, আনন্দ-বেদনা এবং তার সঙ্গে বাঙালির উৎসবের সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের লেখায় নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সাংস্কৃতিক আবেগকেই



করেছে বিজেপি। দলের জেলা সহ-সভাপতি সত্যনতন সেন বলেন, “কংগ্রেসের কাহত কোনও অস্তিত্বই নেই। জেলার মানুষও তাদের নিয়ে আগ্রহী নন। আমরা সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছি। কংগ্রেস তা দেখতে পাচ্ছে বলেই এখন নানা ধরনের চেষ্টা করছে।”

# হঠাৎ লোডশেডিংয়ের জেরে বিপত্তি ঘুসুড়ির জয়সওয়াল হাসপাতাল দিতে জেনারেটর ভ্যান

দূরস্বভাবা, নিজষ সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : হঠাৎ লোডশেডিংয়ের জেরে বিপত্তি ঘুসুড়ির জয়সওয়াল হাসপাতালে, পরিস্থিতি সামাল দিতে আনা হলো জেনারেটর ভ্যান। সরকারি হাসপাতালে আচমকা লোডশেডিং ! শনিবার সন্ধ্যায় ঘটে ওই ঘটনা। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে রবিবার হাসপাতালে ভাড়া করে আনা হয় ২৫০ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর ভ্যান। ফলে ফের বিদ্যুৎ বিসর্জিত হলে রোগী পরিষেবা যাতে আর ব্যাহত না হয়, তার জন্যই আপাতত বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শনিবার সন্ধ্যা ছটা নাগাদ হাওড়ার ঘুসুড়ির টিএল জয়সওয়াল হাসপাতালে লোডশেডিং হয়ে যায়। হাসপাতালের এমার্জেন্সি-সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড অন্ধকারে ডুবে যায়। বন্ধ হয়ে যায় লিফটও। চরম সমস্যায় পড়েন রোগী, তাদের স্বামীয়া এবং হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। অভিযোগ, অন্ধকারের মধ্যেই মোমবাতি জ্বেলে এবং মোবাইল ফোনেওয়েল্ফারলাইট(ফেলে)পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, হাসপাতালের মতো জরুরি পরিষেবা কেন্দ্রে হঠাৎ করে লোডশেডিং

# বাবা-মা কাজে বেরানোর সুযোগে বাড়িতে ঢুকে ছেলেকে নৃশংস ‘খুন’, ভরদুপুরে হাড়হিম ঘটনা

দূরস্বভাবা, নিজষ সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : ভরদুপুরে বাড়িতে ঢুকে যুবককে খুনের অভিযোগ। মূর্তের নাম বলরাম রাজবংশী। জানা গিয়েছে, বাড়িতে একই ছিলেন তিনি। সেই সুযোগে বেশ কয়েকজন দুষ্টু ভাড়িতে ঢুকে প্রথমে লুটপাট চালায়। তারপর এই যুবককে বাবাবার ভারী বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। তার কামলা একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ভরদুপুরে বাওঁইআটিতে হাড়হিম করা ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, বাওঁইহাটির রঘুনাথপুরে বাবা-মা ও দাদার সঙ্গে থাকতেন বলরাম। প্রায় দুই বছর ধরে তিনি শয্যাশায়ী রয়েছেন। জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে বাড়িতে মা-বাবা ও দাদা কেউ ছিলেন না। বাবা ও দাদার মাছের বলসাম। তাই সকাল সকাল বেরিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে, বলরামের মা পরিচারিকার কাজ করেন। তাই তিনিও বাড়ি ছিলেন না। বাড়িতে শুধু বলরাম ও তাঁদের একটি পোষ্য ছিল। অভিযোগ, সেই সুযোগেই বাড়িতে ঢুকে প্রথমে পোষ্যকে অন্য একটি ঘরে তালো মেরে লুটপাট চালায় কয়েকজন দুষ্টু। এরপর শয্যাশায়ী বলরামকেও নৃশংসভাবে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, বলরামের মা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে

# বিশ্বকর্মা পুজোয় মদ বিক্রিতে রেকর্ড! কালনা, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বরে দু’দিনে বিক্রি ২ কোটি ৭৫ লক্ষের বেশি

দূরস্বভাবা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : বিশ্বকর্মা পূজো উপলক্ষে বৃহস্পতি ও শুক্রবার,দু’দিনে কালনা, পূর্বস্থলী, নানদঘাট ও মন্তেশ্বর আবগারি সার্কেলের সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান ও বারগুলিতে বিপুল পরিমাণ মদ বিক্রি হয়েছে। আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দু’দিনে এই চারটি সার্কেল মিলিয়ে মদ বিক্রির পরিমাণ ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকারও বেশি। গত বছরের বিক্রির হিসাবকেও ছাপিয়ে গিয়েছে এবারের বিক্রি বলে আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।বিশ্বকর্মা পূজোকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানের সামনে ক্রেতাদের ভিড় দেখা যায়। কোথাও কোথাও মদ কেনার জন্য দীর্ঘ লাইনও চোখে পড়ে। পাশাপাশি বিভিন্ন বারেও ছিল যথেষ্ট ভিড়। পূজোর দু’দিনেই এই বিক্রি বাড়ায় আবগারি দফতরের আধিকারিকদের মধ্যে নজর কেড়েছে বিষয়টি। আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কালনা সার্কেলে বর্তমানে ২০টি সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান ও বার রয়েছে। বিশ্বকর্মা পূজোর দু’দিনে এই সার্কেলে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। অন্যদ্য বহুরের তুলনায় এবারের বিক্রির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি বলে দাবি আবগারি দফতরের। অন্যদিকে,

সামনে রেখে মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইছে কংগ্রেস। নবনিযুক্ত জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রসেনজিৎ দে বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত মত হতে পারে। কিন্তু সেটিকে কখনওই বাঙালির সামগ্রিক অনুভূতি বলে মনে করা যায় না।” এই কর্মসূচি নিয়ে প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোলাপি সেনেরের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন প্রসেনজিৎ। গোলাপির বক্তব্য, “শারদোৎসব আমাদের বাংলার বনাবহুরের ঐতিহ্যই হল এই সর্বজনীনতা। বিজেপি তো মাত্র কয়েক মাস হল সরকারে এসেছে। আমরা কি টিয়া পাখি? এ ভাবেই প্রতিবাক্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।” আগামী ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় এআইসিসি-র পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা প্রকাশ জেশীর সঙ্গে সন্ধ্যা দায়িত্ব নেওয়া জেলা কংগ্রেস সভাপতিদের বৈঠক হওয়ার কথা। জেলা কংগ্রেস সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে ‘শারদোৎসব’কে সামনে রেখে প্রত্যাভিত জনসংযোগ কর্মসূচি নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের মতামত নেওয়া হতে পারে। তবে কংগ্রেসের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ

### চুঁচুড়ায় বিশ্বকর্মা পুজো

দূরস্বভাবা, মলয় সুর, চুঁচুড়া, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : প্রতিবছরের মতো এবারও চুঁচুড়া মহিষমর্দিনী তলা (নরেন চাটাজী লেন) হিন্দু ধর্মে বিশ্বকর্মা হলেন শিল্প স্থাপত্য এবং কারিগরি বিদ্যার দেবতা, মঙ্গলবার ব্যবসারী বিশ্বজিৎ দাসের বাড়িতে যথারীতি ধুমধাম সহকারে বিশ্বকর্মা পূজো হল। বিশ্বজিৎ একজন সমাজকর্মী, তিনি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকেন।

### বালির নিশ্চিন্দায় রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতি তাণ্ডব

দূরস্বভাবা, নিজষ সংবাদদাতা, হাওড়া, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : বালির নিশ্চিন্দায় রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতি তাণ্ডবের অভিযোগ। শনিবার রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতি তাণ্ডবের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার নিশ্চিন্দা থানা এলাকায়। স্থানীয় লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি টোটে এবং কয়েকটি বাড়িতে তাড়ুগর ঢালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

### কুড়মিদের এসটি মর্যাদার দাবির বিরোধিতায়

### সাংসদকে স্মারকলিপি

দূরস্বভাবা, নিজষ সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম , ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : কুড়মি সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতি (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবির বিরোধিতা করে ঝাড়গ্রামের এসসিপিআই সাংসদ কালীদাস সরেনকে স্মারকলিপি দিল ৫০টি আদিবাসী সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ‘ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস’। শনিবার সাংসদের বাসভবনে গিয়ে সংগঠনের প্রতিনিধিরা দাবিপত্র দেন। রবিবার বিনপূরের বিধায়ক প্রণত টুডুর আবাসেও সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান এবং ‘ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশনস’-এর অন্যতম নেতা মনোজ মাণ্ডি বলেন, “আমাদের মূল দাবি হল, কুড়মীরা যাতে অনায়া ভাবে এসটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে। নিয়ম অনুযায়ী, যথাযথ প্রক্রিয়ায় এবং সিআইআই রিপোর্টের ভিত্তিতে যদি হয়, তা হলে আমাদের আপত্তি নেই।কিন্তুরাজনৈতিকস্বার্থেবাচ্যপ সৃষ্টি করে অনায়া ভাবে যাতে এই অন্তর্ভুক্তি না করা হয়, আমরা তারই বিরোধিতা করছি।” সংগঠনের আহ্বায়ক রামদাস কিছু বলেন, “কুড়মিদের তফসিলি উপজাতি মর্যাদা দেওয়ার দাবিকে কেন্দ্র করে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে যে রাজনৈতিকীকরণ বা ভোটচ্যাপেক্ষে রাজনীতি চলেছে, আমরা মূলত তারই বিরোধিতা করছি। আমরা কুড়মি বা মাহাতো সম্প্রদায়ের বিরোধী নই। কোনও সম্প্রদায় নির্দিষ্ট সরকারি মানদণ্ড মেনে এসটি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন, তাতে হওয়ার আপত্তি নেই।” সাংসদ কালীদাস সরেন বলেন, “ওই সংগঠনের প্রতিনিধি দল শনিবার আমার বাসভবনে এসে দাবিপত্র দিয়েছেন। দাবিপত্রটি সংশ্লিষ্ট মহলে পাঠানো হবে।”

### ইংরেজরা বলত স্বাধীনতা বলবে না, বিজেপি বলে আজাদি চলেবে নাঃ সেলিম

দূরস্বভাবা, নিজষ সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : ‘কীসের আজাদি? গাঁজা খাওয়ার আজাদি? ক্ষুদ্রিাম বসুরা আগেই আজাদি দিয়েছেন’ মতামদের এই ভাবাবেধি কটাক্ষ করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আবার বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, “কান্দীর মাস্ে আজাদি’ বললেই গ্রেফতার করতে হবে। এবার এই নিয়েই বিজেপিকে একহাত নিলেন সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। ব্রিটিশদের সঙ্গে বিজেপির তুলনা টেনে তুলে বলেন, অইংরেজরা বলত স্বাধীনতা বলবে না, বিজেপি বলে আজাদি চলবে না।দ রবিবার ধর্মতলায় দুজ্ঞহ-এর ‘ইনকিলাব’ সমাবেশে ছিল। সেখানের মঞ্চ থেকেই বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানান সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেন, ত্রয়ে সমস্ত বীররা ফাঁসির মঞ্চ প্রাপ্ব বিসর্জন দিয়েছেন তাঁরা এই স্বাধীনতা চেয়েছিল। সেই স্বাধীনতাকেই হিদি-উর্দু-হিন্দুস্থানিতে আজাদি বলে। ওরা আজাদি শব্দ কনলাই পত্র করে বলে কেন আজাদি বলে। কবে সেই ইংরেজের নুন খেয়েছে? এখন তার গুণ গণ্য হবে। আর ইংরেজ বলত স্বাধীনতা বলবে না। এনে শুভেন্দু অধিকারীরা মনে করে আজাদি বলবে না।দ পাল্টা বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, তওঁর বদ হুজুম হয়েছে। বয়স হলে এমন হয়। ভাক্সার দেখিয়ে ওষু খেলে সেবে যাবে। ওঁর শারীরিক ও মনোবল সুস্থতার কামা করি। আর আমাদের এই সব বলে বাবোরা প্রাসঙ্গিক করে চাইছে। ওর গৃহীত, পরীক্ষিত এবং পরিত্যক্ত। এখন হাশহুশে নাহা হয়ে বিক্রির পরিমাণ আরও পরিষ্কার হবে বলে আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।



বিশ্ব প্রবাসী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘ ‘বিশ্ব কুটুম্ব’ এর জেলা কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সর্ব্বের রাজ্য মুখ্য উপদেষ্টা ড আনন্দ পাড়ে , রাজ্য সভাপতি বিজ় মঙ্গল শিব্দৌী এবং সহ চন্দন ঘোষ সহ কেন্দ্রীয় কমিটির ও সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দ । বক্তারা সনাতন ধর্ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

## খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সুন্দরবনে ফুটবল পায়ে মহিলারা



দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঞ্চীপ, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : গ্রামবাংলায় ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ। মাঠের অভাবে ক্রিকা পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়ই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেই পরিস্থিতিতে গ্রামবাংলায় মেয়েদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করতে এবার ফুটবল পায়ে মাঠে নামলেন মহিলারা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাঞ্চীপ বিধানসভার নারায়ণপুর পরিষদীর মাঠে রবিবার আটটি স্কুলের মহিলা খেলোয়াড়দের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ‘সিআইএল কাপ ২০২৬’। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে এদিন সকাল থেকেই মাঠে ছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। বিভিন্ন স্কুলের মহিলা ফুটবলাররা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরেন মাঠে।মহিলা ফুটবলারদের উৎসাহ দিতে এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উদয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। মাঠে পৌঁছে তিনি খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের উৎসাহিত করেন। খেলা শেষে উদ্বীর্ণ খেলোয়াড়দের হাতে নিজের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মন্ত্রী। তবে খেলাকে ঘিরে উৎসবের আবহের মধ্যেই সামনে আসে নারায়ণপুর পরিষদীয় মাঠের পরিকাঠামোগত সমস্যার বিষয়টিও। উদ্যোক্তাদের দাবি, কাঞ্চীপ মহকুমায় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই মাঠটি দীর্ঘদিন ধরে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোগত অভাবে সমস্যায় রয়েছে। মাঠের সরেক্ষ,পরিকাঠামোগে উন্নয়ন সহ একাধিক দাবি মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন তাঁরা। দাবিগুলি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেন সুন্দরবন উদয়ন মন্ত্রী দীপঙ্কর জর জানা। তিনি জানান, বিষয়টি নতুন নয়। ইতিমধ্যেই ক্রীড়ামন্ত্রী সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই নারায়ণপুরের এই মাঠের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। শুধু নারায়ণপুর নয়, সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে খেলাধুলার পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। তাঁর কথায়, প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারলে নতুন প্রতিভা উঠে আসবে। আর সেই লক্ষ্যেই সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মহিলা ফুটবলারদের এই প্রতিযোগিতা তাই শুধু একটি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন নয়, গ্রামবালার মেয়েদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রত্যন্ত সুন্দরবনে ক্রীড়ার পরিবেশ আরও শক্তিশালী করার একটি বার্তাও দিয়ে গেল।

## প্রয়োজনে প্রাইভেট পার্টনারশিপ!

## ৪,১৩৩ সরকারি স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের পথে রাজ্য

দূরস্বভাবা, নিজষ সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : স্কুল রয়েছে, শিক্ষকও রয়েছেন, কিন্তু পড়ুয়া নেই একজনও। রাজ্যের এমনই ৪,১৩৩টি সরকার ও সরকারি পোষিত স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে এবার বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। পড়ুয়াশূন্য ওই স্কুল বিভিন্নগুলি ক্ষেলে না রেখে বিকল্প কাজে ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রয়োজনে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা পিপিপি মডেলেও ওই স্কুলগুলি চালানো হতে পারে। আগামী ৩০ দিনের মধ্যেই স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, শিক্ষা সচিবের নির্দেশে ইতিমধ্যেই জেলাশাসকরা এই বিষয়ে কাজ শুরু করেছেন। স্কুলগুলির বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জেলাস্তরের কমিটি কাজ করবে। স্কুল বিল্ডিংগুলির পরিকাঠামো,অবস্থান-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে করে সেগুলি কী কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে প্রস্তাব পাঠাবে কমিটি। রাজ্যের মোট ৪ হাজার ১৩৩টি এমন স্কুল চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে বর্তমানে একজনও পড়ুয়া নেই। অথচ এই স্কুলগুলির স্রে প্রায় ১৯ হাজার শিক্ষক যুক্ত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পড়ুয়াশূন্য স্কুলগুলিকে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে বা পিপিপি মডেলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। জানা গিয়েছে, জেলাস্তরের কমিটি যাচাইয়ের পর স্কুল বিল্ডিংগুলি অন্য সরকারি বা জনস্বার্থের কাজে ব্যবহার করা যায় কি না সেই নিয়ে প্রস্তাব পাঠানো হবে। কী কী কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে-ও জানা গিয়েছে, কোনও স্কুলবাড়িতে হেল্পিং সেন্টার তৈরি হতে পারে, কোথাও ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হতে পারে। আবার কোনও ক্ষেত্রে পিপিপি মডেলে স্কুল চালানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে। উল্লেখ্য, শুধু জেলাশাসক নয়, কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়েছে শিক্ষা সচিব। আগামী ৩০ দিনের মধ্যেই ভাগ্য নির্ধারণ হতে চলেছে চার হাজারের বেশি স্কুলের।

## বেআইনি পাখি, মাছ, কুকুর ছানা আর বিক্রি করা যাবে না গালিফ স্ট্রিটে



দূরস্বভাবা, নিজষ সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ : শতাব্দী প্রাচীন গালিফ স্ট্রিটের পাষা বাজারে সমস্ত ধরনের বেআইনি পাখি, মাছ, কুকুর ছানা-সহ অন্য পাষা বিক্রি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। গত বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। আজ অর্থাৎ রবিবার থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর করার নির্দেশ ছিল। কলকাতা পুলিশ ও শুষ্ক বিভাগের আধিকারিকদের এনাইন নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্্র ভিট গুপের ডিভিশন বেঞ্চ। সেই মত রবিবার সকাল থেকে কলকাতা পুলিশ এবং শুষ্ক বিভাগের আধিকারিকরা এই শব্ধের বাজারে পরিদর্শনে আসেন। ‘বাগবাজার সন্ধে হাট ওয়েল ফেয়ার’ সমিতির তরফ থেকেও মাইকিং করা হচ্ছে। বাজারের বিভিন্ন জায়গায় থানার দেওয়া হয়েছে, হাটের সদস্যদের কলকাতা কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। অমর ছালে সেবে যাবে। ওঁর শারীরিক ও মনোবল সুস্থতার কামা করি। আর আমাদের এই সব বলে বাবোরা প্রাসঙ্গিক করে চাইছে। ওর গৃহীত, পরীক্ষিত এবং পরিত্যক্ত। এখন হাশহুশে নাহা হয়ে বিক্রির পরিমাণ আরও পরিষ্কার হবে বলে আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

# আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৯১ সংখ্যা, সোমবার, ৩ আশ্বিন, ১৪৩৩

## কবি অচিন্ত্য কুমার

কল্লোল যুগের অন্যতম সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ সালে। ১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় নীহারিকা পেরী ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের দাবী সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কল্লোয় যুগের লেখকদের মধ্য তিনি ছিলেন অন্যতম। অচিন্ত্যকুমার ১৯২৫ সালে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। তিনি বিচিত্রায়ও কিছুদিন কাজ করেন। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তিনি উপন্যাসের অঙ্গিকে আবেগপূর্ণ ভাষায় ধর্মগুরদের জীবনীও (যেমন- পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, চার খণ্ডে (১৯৫২-১৯৫৭)) লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস বেদে (১৯২৮); এটি অঙ্গিক, রচনাভঙ্গি ও বিষয়বিদ্যাসে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিসিষ্ট উপন্যাস। তাঁর লেখায় আধুনিকতা অতি প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে। কাকজ্যোৎস্না, প্রথম কর্মফল তাঁর অন্য দুইটি বিখ্যাত উপন্যাস। ছোটগল্পশিল্পী হিসেবেও তিনি খ্যাত। বিচারবিভাগে চাকরির বদৌলতে তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে ঘুরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আসেন; এইবাব অন্তরঙ্গ পরিচিতজনদের জীবনের নানা কাহিনী অচিন্ত্যকুমার তাঁর ছোট গল্পগুলিতে নিপুণভাবে ঐক্ছেন। টুটাফাটা (১৯২৮) তাঁর প্রথম ছোট গল্পের বই। তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ কল্লোল যুগ (১৯৫০) পাঠক-মহলে বেশ সাড়া জাগায়। সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি জগন্নারীণী পুরস্কার, রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৫) ও শরৎচন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৫) লাভ করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ জানুয়ারি কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। জন্ম ও শিক্ষাঃ পিতার কর্মস্থল নোয়াখালী শহরে তাঁর জন্ম হয়। তবে তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ছিল বর্তমান মাদারিপুর জেলায়। তাঁর বাবা রাজকুমার সেনগুপ্ত নোয়াখালী আদালতের আইনজীবী ছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের শৈশব, বাল্যজীবন, ও প্রাথমিক শিক্ষা নোয়াখালীতেই সম্পন্ন হয়। ১৯১৬ সালে বাবার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় অগ্রজ জিতেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের নিকট চলে যান এবং সাউথ সাবার্বান স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯২০), সাউথ সাবার্বান কলেজ (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) থেকে আই. এ. (১৯২২), এবং ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ বি. এ. (১৯২৪) পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ (১৯২৬) ও পরবর্তীতে বি. এল ডিগ্রী (১৯২৯) লাভ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি অস্থায়ী মুদ্রেষ্য হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ক্রমে সাবে-জজ, জেলা জজ ও ল্া কমিশনের স্পেশাল অফিসার পদে উন্নীত হয়ে ১৯৬০ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে কবি নজরুলের বৃহৎ ভাব ছিল। নজরুলকে সব ব্যাপারে তিনি সহযোগিতা করতেন। কবি মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের বিবাদ হলে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত নজরুলের পক্ষ নিয়েছিলেন। তবে সজনীকান্ত দাস মোহিতলালের পক্ষ নিয়ে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করেছিলেন শনিবারের চিঠিতে ‘আমি ব্যাঙ’ কবিতা প্রকাশ করে। সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক কোনও দিনই খারাপ ছিল না। সজনী কান্ত দাস সব লেখ্যাককে কেন্দ্র করে তিনি কঙ্গ লেখা লিখতেন। সেই সময়ে শনিবারের চিঠি খুব বিখ্যাত ব্যঙ্গরসের পত্রিকা ছিল। পরে মোহিতলালের সঙ্গে কবি নজরুলের আর দেখা হয়নি। তিনি তখন মানসিক শক্তি হারিয়েছেন। কবি মোহিতলাল নজরুলের মানসিক শক্তি হারানোকে ব্যক্তি করেছিলেন। মনে আঘাত পেয়েছিলেন। কবি নজরুল মোহিতলালকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

## শিল্পী সুচিত্রা মিত্র

রবীন্দ্রসংগীতের একজন অগ্রণ্য গায়িকা ও বিশেষজ্ঞ কণ্ঠশিল্পী সুচিত্রা মিত্র জন্ম-১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সালে। ১৯৪৫-এ প্রথম তাঁর গানের রেকর্ড প্রকাশ পায়। সেটা রবীন্দ্র সংগীতের রেকর্ড; এক পিঠে মরণরে ঠুঁ হ মম শ্যাম সমান, অন্য পিঠে হারয়ের একুল ওকুল দু’কুল ভেসে যায়। দ্বিতীয় রেকর্ডটি তাঁর পিতার লেখা গানঃ এক পিঠে তোমার আমার ক্ষণেক দেখা, অন্য পিঠে আমার দোলা দিয়ে যায়। এরপর মৃত্যু অবধি তাঁর সাড়ে চার শতও বেশি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বের হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র সম্পর্কে প্রয়াত ধুর্জিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, রবীন্দ্রনাথের গান সেরা হচ্ছে সুচিত্রা... সে বেশ গলা ছেড়ে পুরো দমে গায়। এর মধ্যে কোনো গোঁজামিল নেই... তার সাবলীলতা... সে এক দেখার এবং শোনার জিনিস। তার ছন্দজ্ঞানও অসামান্য... সুচিত্রা নিখুঁত। মনে হয় দিনেন্দ্রনাথ বুঝি ফিরে এলেন। বেশ কিছু চলচিত্রে প্লে ব্যাক গায়িক হিসেবেও গান গেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আর সংগীতের প্রতি আশৈশব ভালবাসা আর তীর টানে তিনি পুরোপুরি নিজেসে উৎসর্গ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে তিনি রবীন্দ্র সংগীতের প্রধান শিল্পী হিসাবে আবির্ভূত হন। তাঁর গায়কী ঢং ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তাঁর কণ্ঠ মাধুর্যের সঙ্গে ছিল এক ধরনের দৃঢ়তা। রবীন্দ্র সংগীতে তাঁর উচ্চারণ, স্বরক্ষেপণ, তাঁর কণ্ঠ আদর্শ হয়ে উঠেছিল। গান প্রাণ পেত তাঁর কণ্ঠে। রবীন্দ্র সংগীতের তুলনায়বিত্ত প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছিলেন তিনি অগণিত শ্রোতাদের কাছে। রবীন্দ্র সংগীত ছাড়াও তাঁর গলায় প্রাণ পেয়েছে অভুলপ্রসাদের গান, ব্রহ্মসংগীত, আধুনিক বাংলা গান এবং হিন্দি ভজন। শান্তিনিকেতনে তিনি নানা বাদ্যযন্ত্র শিখেছেনঃ সেতার, এষাজ, তবলা। এসময় সহপাঠী ছিলেন নীলিমা সেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত তিনি কণ্ঠসংগীতই বেছে নিলেন। ধ্রুপদী সংগীত শিখেছেন ভি ভি ওয়াবেলকরের কাছে। এ সময় কিছুদিন, প্রায় দু’বছর নাচ শেখার চেষ্টাও করেছিলেন।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সামনে দিকে তাকিয়ে

## ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর বলতেন, মা ভবতারণীর পূজা করতে হবে। তাঁর আধিকারী গ্রহণ করতে হবে। তারি মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ভাব সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারণীৰি হচ্ছেন সোই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে।কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করতে হবে।কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি দান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষ্যৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। সেই দেবতাই দেহ এবং মনকে পরিচালিত করে থাকে।

# উত্তম সুচিত্রার সঙ্গে সাহিত্যিক বিমল মিত্র

অভিজিৎ ব্যানার্জি

রেলের অ্যাগ্টি-কোরাশনবিভাগে চাকরি করেছেন এবং বেশ কিছু লোককে জেলে পাঠিয়েছেন। সন্দেহ সত্যতার অভাব তাঁকে ভীষণ বিচলিত করত। প্রটোকলের তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানের উর্দু ম্যাগাজিনে তাঁর উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর হিন্দি সেখানে তিনি পাঠকদের হৃদয়েশ্বর ছিলেন। বহু পাঠক জানতেন না তিনি লিখেছেন বাংলায় এবং সেটা হিন্দিতে অনুবাদ হয়েছে। কেবলের গায়ে কথকরা তাঁর লেখা গল্প বলে বেড়াত। ভারতবর্ষের উপন্যাস সম্রাট হয়েও বিমল মিত্রের ভাগ্যে আকাডেমি পুরস্কার জেটেনি। বলতেন অনেক লেখকের যোগ্যতা থাকলেও তারা নোবেল পাননি। আবার এমন লেখক নোবেল পেয়েছেন যাঁর নাম পাঠক কখনও মনে করতে পারবেন না। অর্থাৎ পাঠকদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল না। বিমল মিত্র ইতিহাস আশ্রিত বিষয় ভিন্ন লিখতে পারেন না, সমালোচনা ছিল বিদগ্ধ মহলে। যোগ্য জবাব দিলেন সমকালীন বিষয় নিয়ে ক্ল্যাসিক উপন্যাস ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’। বোধহয় শরৎচন্দ্রের পরে বিমল মিত্র সেই বাঙালি লেখক যিনি প্রায় অর্ধেক শতক গোটা ভারত জয় করেছেন কলমের জেরে। পাঠকের রায়ে বিমল মিত্রের সেরা উপন্যাস ‘সাহেব বিবি গোলাম’, যদিও নিজে স্বয়ং মনে করতেন তাঁর সেরা সৃষ্টি ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’। বলতেন, এই বইটা লেখার জন্য ছাত্রাবস্থা থেকে অপেক্ষা করেছেন।

নিজে নিজের লেখার পাঠক হতেন, সেই পাঠকের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন, সহজ কথা লেখকদের সবচেয়ে দরকার আত্মবিশ্বাস। আমি যা লিখিব দুনিয়ার কারও কলম থেকে যেন সেই লেখা না বের হয়। সেই আত্মবিশ্বাস তাঁর মধ্যে ছিল বলে আজও তাঁর প্রয়াণের পরেও তিনি জনপ্রিয় লেখক। কিন্তু এত কিছু লিখেছেন তাঁর সাহিত্যের মূল সুর কি! সোজা উত্তর, এই অর্থসর্বস্ব সমাজ ও সভ্যতাকে বারবার আক্রমণ করে। পরিশেষে একটি চমৎকার গল্প বলি। একটি ব্যঙ্গচিত্র,বউ ভাতে লজ্জাবনতা নববধূ বাসে রয়েছে, সামনে নোটশি বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘আর সাহেব বিবি গোলাম’ লওয়া হইবে না। তখন বিয়োতে বই উপহার দেওয়ার যথেষ্ট চলন ছিল। সত্যি সত্যি তখন বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোলাম’ প্রকাশিত হয়েছে। এমন আলোড়ন শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে আর কোনও উপন্যাস নিয়ে হয় নি।

সাহিত্যের মতো সংগীত ছিল তাঁর প্রাণ। উপন্যাস লেখার কায়দাকানন অনেকটাই আত্মস্থ করেন ধ্রুপদী বাসল মিত্রের এমন অসংখ্য অজানা কাহিনি শোনালেন কন্যা শকুন্তলা বসু। সন্ধ্যেবেলা। আচমকা বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাবা ধরলেন। ওপার থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ, “হ্যালো, বিমল মিত্র আছেন?” “বলছি,” মহিলা নিজের নাম বললেন। শুনে বাবা বললেন, “আচ্ছা। বলুন, কী ব্যাপার?” সন্ধ্যেবেলা। আচমকা বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাবা ধরলেন। ওপার থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ, “হ্যালো, বিমল মিত্র আছেন?” “বলছি,” মহিলা নিজের নাম বললেন। শুনে বাবা বললেন, “আচ্ছা। বলুন, কী ব্যাপার?” “আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ পাঠিকা। কিছু বই নিয়ে আলোচনা করতে আপনার বাড়ি যেতে চাই।” এ বার আঁতকে উঠলেন বাবা, “দয়া করে আসবেন না। আপনি এলে বাড়াই দিলেই আসবে। লোকজন চড়াও হবে। হামলাও করতে পারে। তার চেয়ে আমিই আপনার কাছে চলে যাব’খন।” এর পর ঠিক কী হয়েছিল, আজ আর মনে নেই। কিন্তু ফোনটা যিনি করেছিলেন, তিনি যে তত দিনে চলচিত্র জগতের এক মহাতারা হয়ে জলজ্বল করছেন, তা নিশ্চিত করেই বলতে পারি। নারীকণ্ঠটি ছিল সুচিত্রা সেনের! সময়টা সুত্তরের দশক।

সুচিত্রা সেন তো তাও ফোন করে আসতে চেয়েছিলেন, ফোনের ধার ধারেননি উত্তমকু্মার। আমাদের বাড়িতে তাঁর আসা একেবারে হঠাৎই। ভাগ্যিস লোকজন টের পায়নি! বাড়িতে এসে বাবার মুখোমুখি হয়ে দু-চার কথার পরই ওঁর প্রস্তাব, “আপনার

মতবাদ থহুণে সাহায্য করে।



করেন ও তাঁদেরকে নিয়ে সিনিয়রদের কাছে পৌঁছে দেন। ১৯৩১ সালে ঢাকা শহরের এক গোপন আড্ডানা থেকে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। শাস্ত্র সংগ্রামের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করতে পারেনি। কিন্তু এরপরও তাঁকে বিনা-বিচারে রাজস্থানের দেউলী বন্দিশিবিরে সাত বছর আটক রাখা হয়।

এই বন্দিশিবিরে তখন অসংখ্য শাস্ত্র বিশ্বববাদী বন্দী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা রোববী বর্মন। কমরেড রোববী বর্মণ ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ইংরেজি সাহিত্যে এবং মার্কসবাদে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। নেপাল নাগ ছিলেন তাঁর অন্যতম উপযুক্ত শিষ্য। তাঁর সঙ্গে নেপাল নাগের নিবিড় সম্পর্ক বড় ওঠে। কাজেই বর্মণের শিক্ষা বেশ কয়েকজন রাজবন্দীকে কমিউনিস্ট

‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ নিয়ে ছবি করতে চাই।” জবাবে বিনীত স্বরে বাবা বলেছিলেন, “আপনি সিনেমা করলে সবাই ওঠাই দেখবে। আমার বই আর কেউ পড়বে না। তাই এখন না, কিছু দিন পরে না হয় করবেন।”ভাবুন,উত্তমকুমার বাড়ি বয়ে এসে কোনও কাহিনিকারের গল্প নিয়ে সিনেমা করার কথা বলছেন।আস সাহিত্যিক কিনা তাঁর প্রস্তাব উড়িয়েই দিচ্ছেন! ‘কড়ি দিয়ে কিনলাম’ অবশ্য সিনেমা ইজজগতেই নেই। তবে ‘৭২ সালে বাবার লেখা নিয়ে যখন ‘স্ট্রী’ হল, সেখানে উনি তো ছিলেনই, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন।



সুচিত্রা সেনের ‘টেলিফোন গল্পটার মতো বাবার জীবনে এমন কাহিনি আরও আছে। ‘সাহেব বিবি গোলাম’। মুম্বইয়ের এক বিখ্যাত অভিনেতার কী ভাবে যেন নজরে এসে গেল বাবার এই বিখ্যাত উপন্যাসটা। কলকাতায় সেক্রেটারি মারফত তিনি খবর দিলেন, বাবা যেন একবারটি মুম্বই যান। কিছু কথা। শুনে সেক্রেটারিমহীকে ফোনেই বাবা স্টান বলে বললেন, “ওঁর দরকার, উনি আসবেন। আমি যেতে পারব না।” কাহিনিকারের প্রতিক্রিয়ার খবর গেল সেই ‘তারকা’ অভিনেতার কাছে। ফের একটা ফোন। বাবার কাছে। প্রাথমিক সন্ধ্যায় শেষে বাবা বললেন, “হুম, বলুন কী বলতে চান।” ঝরঝরে বাংলায় জবাব এল, “শরীরাটা বড্ড খারাপ, যদি দম্বা করে বসে আসেন।” ফোন রেখে বাবা বললেন, “ওঁর গলায় কী যেন একটা রয়েছে। আমি ‘না’ করতে পারলাম না। বসে যাব।” এ বারের কণ্ঠটি ছিল গুরু দত্তের। বাবা মুম্বই গেলেন। উঠলেন গুরু

দত্তেরই পালি হিলের বাড়িতে। সেই প্রথম আলাপ। আলাপ গড়িয়ে শেষে তুমুল বন্ধুতা। দিনে দিনে তার গভীরতা বাবাকে কতটা ঝুঁয়েছিল, পরে বুঝতে পারি। খবর এল গুরু দত্ত আত্মহত্যা করেছেন, তখন বাবা যে কী প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলেন! বারবার বলতেন, “ও বন্ধুর গিয়ে না হয় কথা হবে আমার পক্ষর সঙ্গে।” বাবা পরলোকে বিশ্বাসী। ঘোর আন্তিক। ২৯/১/১ চেতলা সেন্টাল রোডে তিন তলার যে লালবাড়িটা বাবা কিনেছিলেন, তার কাছেই কেওড়াভাটা মহাশ্মশান। কে জানে সেখানেও বাবার ওই পরলোক-চিন্তাটা কাজ করেছিল কিনা! কিন্তু শ্মশান পারে বাড়ি হলে যা হয়, খুব অস্থিি হত আমাদের। বিশেষ করে আমার আর ভাইয়ের। কেবলই ভেসে আসে ডাক, ‘বলো হরি, হরি বলো...’ দিনে তাও এক রকম, রাতে অমন চিংকার শিরশিানি ভাল ধরাত শরীরে। একদিন ভাবলাম বাবাকে, “এমন জায়গায় আর থাকব না।” শুনে খানিক চুপ করে বসে রইলেন বাবা। এই স্থানটি অবজ্ঞা করার নম।” জীবন বাবাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। তার সঙ্গে ছিল ওঁর মন। দুইয়ে মিলেই বাবার যত লেখালেখি। সাহিত্যের জন্য বাবা যে কী করতেন! একবারের কথা বলি। আমরা রাজস্থান গিয়েছি। বেড়াতে। জয়পুর, যোধপুর... সেখানেও বাবাকে দেখতাম, কী ভাবে পথচলতি লোকজন, রকে বসে থাকা প্রবীণ, এমনকী কোনাদারের সঙ্গে সেই এলাকা, সেখানকার মানুষজন, তাদের স্বভাব-অভাব নিয়ে কথা বলেই চলেছেন। বাবার গানের গলাটাও ছিল ভারী মিষ্টি। ওঁর গানের রেকর্ডও আছে। বন্ধুরা তাঁর গানের কথা জানতেন। এ নিয়ে বাবার কলজবোলায় একটা ঘটনা ছিল। তখন তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। কলেজে গানের রুপটিন। এ দিকে বাবা কিছুতেই গান গাইবেন না। বন্ধুরাও বাবাকে ছাড়বেন না। গাউতেই হবে। কিছুক্ষণ পরে ওঁরা বুঝলেন, বিমনেকে বেশি বুঝিয়ে লাভ নেই। তখন অন্য দফা উঠলেন সবাই। হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হয়ে গেল, “এ বার সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বিমলমিত্র।” আর তো উপায় নেই এড়াইয়ে। বাবা নিমরাঞ্জি হয়েই মঞ্চে উঠে গান করলেন। লাহাবাড়ি গেলেন বাবা। বাড়ি ঢুকে মাথা ঘুরে যাওয়ার দাখিল। ‘সাহেব বিবি গোলাম’ উপন্যাসের প্ঠ।

## পুরীর জগন্নাথ সড়ক নির্মাণ করতে অর্থ দান করেন নকু ধর

**শঙ্করলাল কর্মকার**

উত্তর কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোর গল্প ঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি তো আমরা প্রায় সকলেই চিনি, কিন্তু সেই জোড়াসাঁকো-য় আরও একটি সুবিশাল ইতিহাস চাপা পড়ে আছে সেটা আমরা কয়জন জানি। আবার এই ইতিহাসের মধ্যেই কিন্তু আরও একটি মস্ত বড় ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। আজকে সেই সব ইতিহাস এবং ইতিহাসের পাতায় মরচে পড়া গল্পগুলো ধুলোবালি বেড়ে দেখার চেষ্টা করব। এই বিশাল বাড়ি টির বয়স ২৭০ বছরের উপরে। এই বাড়িটি খুব যত্ন করে তৈরি করেছিলেন সুখময় রায়ের বড় ছেলে শ্রী দিনেন্দ্র কুমার। নাম গুলো মাথার উপর দিয়ে চলে গেল তাই না? দাঁড়াও দাঁড়াও এখন চিনিয়ে দিচ্ছি, পোস্তা রাজবাড়ির কথা মনে আছে? আরে সেই নকু ধর, নাকে সবাই লম্বীকৃত ধর নামে চেনে। যিনি ছিলেন আঠারো শতকের কলকাতার এক অত্যন্ত



প্রভাবশালী ব্যাবসায়ী। এই নকু ধরের আদি নিবাস ছিল সুগ্রাম। পরে তিনি কলকাতায় এসে সুবর্ণবণিক ব্যাংকার বা বলা ভাল সেকালের কলকাতার অন্যতম ধীর্ষ ধনী হয়ে উঠেছিলেন। তখন লোকমুখে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল ‘গোবিন্দ মিস্ত্রির ছড়ি, নকুধরের কড়ি’। এই নকু ধর কেমন ছিল? ছিঙেনে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। ১৭৯৫ সালে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় লর্ড ক্লাইভের অনুরোধে তৎকালীন ন’ লক্ষ টাকা ধার দিয়েছিলেন। ছিঙেনে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। ১৭৯৫ সালে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় লর্ড ক্লাইভের অনুরোধে তৎকালীন ন’ লক্ষ টাকা ধার দিয়েছিলেন। এই জন্যই ইংরেজদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এটা কিন্তু ধার নয়, পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা যাতে হারে এই জন্যই ইংরেজদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। নকু ধরের সঙ্গে ইংরেজদের খুব সখ্যতা ছিল, তাই লর্ড ক্লাইভ লল্লীকৃতকে ‘মহারাজ’ উপাধি দিতে চেয়ে ছিলেন। তবে তিনি নিজে এই উপাধি নিতে সম্মত হননি। তিনি

## নতুন করে পশ্চিমবঙ্গ গড়তে হাত শক্ত করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

**বিশেষ প্রতিনিধি**

বিজেপি সরকার যখন পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়তে মাথা পেতে নিয়ে সরকার গঠন করেছে তখন পশ্চিমবঙ্গের কোবাগর বলতে গেলে একেবারে ফাঁকা। ফাঁকা কোবাগর নিয়ে বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। এখন কেন্দ্রীয়



সরকারের সহযোগিতা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গকে আর্থিক দিক দিয়ে সুঠু করে তোলা একেবারে অসম্ভব বলে জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগেকার সরকারের মন্ত্রীর পদে বসে যারা আর্থিক কেলেঙ্কারী করে যুক্ত ছিলেন বা জনগণের টাকা নিয়ে ছিলেনি খেলেছেন তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটা নিশ্চিত বলে জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নয়া শিল্প হবে। তার জন্য সরকার জমি শিল্পভিত্তিরে দেবে। তবে কারো জমি জোর করে অধিগ্রহণ করেনয়। পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম আর হেতে দেওয়া হবে না। শিল্পপতি আদানি, আস্থানি, গোয়েস্কা, নেওটিয়া, বণিক সভার সদস্যদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গড়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**



## বিজ্ঞান ও পরিবেশ

# ছায়াপথের বুক চিরে শুক্রেের উদয়! বায়ুমণ্ডলের আলোর মায়ায় মহাকাশে অপূর্ব ‘স্বর্গীয়’ দৃশ্য

বিশেষ প্রতিবেদক : মহাশূন্যের সৌমর্দ্যে কখনও কখনও এমন কিছু দৃশ্যের জন্ম দেয়, যা এক বলকে দেখলে চোখকে বিশ্বাস করাই কঠিন। অন্ধকার মহাকাশ, অসংখ্য নক্ষত্রের আলো, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তর আর তারই মাঝে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা কোনও গ্রহ-সব মিলিয়ে তৈরি হতে পারে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যপট। সম্প্রতি এমনই এক বিস্মল মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেছেন নাসার নভশ্চর ডন পেটিট। তাঁর তোলা ছবিতে ছায়াপথের পটভূমিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের রঙিন আভা ভেদ করে দেখা দিয়েছে শুক্র গ্রহ। সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই মহাকাশপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।ডন পেটিট নিজের এক্স থ্যাডলে ছবিটি প্রকাশ করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মহাশূন্যের গভীর অন্ধকারে অসংখ্য তারা ছায়ে রয়েছে। তার নীচের দিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্তরজুড়ে রয়েছে লালচে ও সবুজাভ আভা। সেই আলোর স্তরের উপরে ছায়াপথের অসংখ্য নক্ষত্রের উপস্থিতি। আর সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের মধ্যেই আলো কণে নজর কাছে শুক্র গ্রহের উজ্জ্বল উপস্থিতি।ছবিটির সঙ্গে ডন পেটিট জানিয়েছেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের

লালচে-ধূসর স্তরের ওপরে ছায়াপথের প্রেক্ষাপটে শুক্রের উদয় ধরা পড়েছে তাঁর ক্যামেরায়। বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে তৈরি হওয়া

আলোকচ্ছটার সঙ্গেও এই দৃশ্য একাকার হয়ে গিয়েছে। ফলে একই ফ্রেমে পৃথিবী, শুক্র এবং দূরের ছায়াপথ-তিনটি ভিন্ন জগতের উপস্থিতি যেন একসঙ্গে ধরা পড়েছে।ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সেই অদ্ভুত আলো। মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে নানা ধরনের আলোকীয় ঘটনা দেখা যেতে পারে। সূর্যের আলো ও বায়ুমণ্ডলের কণার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে তৈরি হওয়া আভা অনেক সময় মহাকাশ থেকে

পৃথিবীর কিনারায় রঙিন রেখার মতো দেখা যায়। আবার বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ও আলোকীয় ঘটনাও

থেকে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের ছবি তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর আগ্রহ দীর্ঘদিনের। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে তাঁর তোলা বিভিন্ন

ছবিটি প্রকাশের পর মহাকাশপ্রেমীদের মধ্যে শুরু হয়েছে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া। কেউ একই ফ্রেমে শুক্র, ছায়াপথ এবং বায়ুমণ্ডলের আলোর উপস্থিতিকে অসাধারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ আবার জানিয়েছেন, ছবিটি যেন পৃথিবীর বাইরের কোনও কল্পনার জগতের দৃশ্য। অনেকেই ডন পেটিটের মহাকাশ-ফটোগ্রাফির প্রশংসা করেছেন।মহাকাশের বিশালতার তুলনায় পৃথিবী এবং শুক্র দু’টিই যেন ক্ষুদ্র বিন্দু। অথচ কোটি কোটি আলোকবর্ষের নক্ষত্রপুঞ্জের পটভূমিতে সেই দুই গ্রহের উপস্থিতিই তৈরি করেছে এই অনন্য দৃশ্য। একদিকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের রঙিন আলো, অন্যদিকে দূরের নক্ষত্রমণ্ডল-তার মাঝখানে শুক্রের উজ্জ্বলতা। ফলে একটি ছবিতেই যেন ধরা পড়েছে মহাবিশ্বের একাধিক স্তর।ডন পেটিটের এই ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ সম্ভবত সেটাই-এটি শুধু একটি সুন্দর মহাকাশের ছবি নয়, পৃথিবীর অন্য রূপ। কয়েক দিন আগেও ডন পেটিটের তোলা একটি রেঙুনি আভ্যুক্ত আকাশের ছবি বায়ুমণ্ডলের আলোকে একই ফ্রেমে বড়িৎ করে ফের আলোচনায় তিনি।

## পূর্ব রেলওয়ে মুগমা-কালুবাথান সেকশনে নিরাপত্তা ও লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করল

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বরঃ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পাণ্ডে-র নেতৃত্বে নিরাপদ, আরও নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ ট্রেন পরিচালনার ওপর নিরবচ্ছিন্ন জোর দিয়ে পূর্ব রেলওয়ে তার নেতিবাচকজুড়ে পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ ত্বরান্বিত করে চলেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, আসানসোল ডিভিশনের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সংগ্রহ মৌর্বের নেতৃত্বে, পূর্ব রেলওয়ে আসানসোল ডিভিশনের মুগমা-কালুবাথান সেকশনে একটি প্রধান সিগন্যালিং উন্নীতকরণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং চালু করা এবং উন্নত মাল্টি-সেকশন ডিজিটাল অ্যাস্বেল কাউন্টার-এর সাহায্যে বিদ্যমান ট্র্যাক-ডিটেকশন সিস্টেমগুলির প্রতিস্থাপন। সিগন্যালিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করা, সেকশনের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এই ব্যস্ত সেকশনে ট্রেনগুলির সুগম চলাচল সহজ করার ক্ষেত্রে এই উন্নীতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সম্পন্ন হওয়া প্রধান কাজগুলির মধ্যে রয়েছে: আধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ১১টি বিদ্যমান সিগন্যালের প্রতিস্থাপন। নির্ভরযোগ্য এবং অপ্রয়োজনীয় (রিডানড্যান্ট) ট্রেন-ডিটেকশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ২টি অডিও ক্রিকোয়েসিট ট্র্যাক সার্কিট এবং ২৫টি ডিসি ট্র্যাক সার্কিটকে ডুয়াল মাল্টি-সেকশন ডিজিটাল অ্যাস্বেল কাউন্টার সিস্টেম দিয়ে প্রতিস্থাপন। সিগন্যালিং সরঞ্জাম গুলিতে নির্ভরযোগ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে কালুবাথান স্টেশনে একটি নতুন ইগিট্রোরেট পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ইনস্টলেশন।

## দক্ষিণ পূর্ব রেলের আওতাধীন এলাকায় জলের গুণমান উন্নয়নে পদক্ষেপ

কলকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ পূর্ব রেলের স্টেশনগুলিতে পানীয় জল এবং অন্যান্য জল সরবরাহ ব্যবস্থার প্রাপ্যতা, গুণমান ও পরিচ্ছন্নতা উন্নত করার লক্ষ্যে রক্ষণাবেক্ষণ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত প্রধান কার্যক্রমগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ -চলমান উদ্যোগের অংশ হিসেবে, সমস্ত বিভাগে জলের উস, শোধন ও পরিব্রাণ (ফিল্টার) প্ল্যান্ট, ভূগর্ভস্থ ও ওভারহেড জলের ট্যাক, পিভিসি ট্যাক, ওয়াটার বুথ, কল এবং জল সরবরাহের স্থানগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন চালানো হচ্ছে। মোট ২৪,০৩৬টি জলের ট্যাকের মধ্যে ১৪,২৪৮টি ট্যাক (৫৯.২৬) ইতিমধ্যেই পরিস্কার করা হয়েছে। জল সরবরাহ পরিকাঠামোর ক্রটিগুলি দূর করার জন্য ১৬৭টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। ৬৯টি স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত জলের ট্যাক, পাইপলাইন এবং ফিল্টার অ্যাপারিকের ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে এবং ৬৬টি স্থানে বর্তমানে কাজ চলছে। এছাড়া, ৮১টি স্থানে পাইপলাইন মেরামত বা প্রতিস্থাপনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। জল পরিব্রাণ বা ফিল্টারেশন ব্যবস্থার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। ৫৫টি প্রশারগ্রাড্‌ডিট ফিল্টারের মধ্যে ৫২টি ফিল্টার পরীক্ষা ও পরিস্কার করা হয়েছে। জমে থাকা ময়লা ও অপদ্রব্য দূর করার জন্য ফিল্টারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিস্কার করা হয়েছে এবং যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে ক্রটিপূর্ণ ফিল্টার বদলা্া বা সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পরিব্রাণ ব্র্যাক্স চিকিঠাক কাজ করছে কি না, তাও পরীক্ষা করা হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব রেলের অধীনে ৬৬টি ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট রয়েছে এবং এই ৬৬টি প্ল্যান্টেই প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির কাজ করা হয়েছে।

ক্লোরিনেশন ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামগুলি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং জল সরবরাহে সঠিক ও পর্যাপ্ত ক্লোরিনেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ক্লোরিন প্রয়োগের মাত্রা (ডোজ) নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

## পূজা, দীপাবলি ও ছট উপলক্ষে চার জোড়া উৎসব স্পেশাল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও,২০সেপ্টেম্বর : আসন্ন পূজা, দীপাবলি ও ছট উপলয়ের মরসুমে যাত্রীদের সুগম ও সুবিধাজনক যাতায়াত নিশ্চিত করতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে চার জোড়া উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।এই স্পেশাল ট্রেনগুলির মধ্যে ট্রেন নং. ০৫৭৪২০৫৭৪১ (নিউ জলপাইগুড়ী - গোমতীনগর - নিউ জলপাইগুড়ী) ৪ অক্টোবর থেকে ৬০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত উভয় দিকে ৯টি ট্রিপ করে চলবে। ট্রেন নং. ০৭৫৪০০৭৫৫৪ (কাটিহার - পূর্ণিয়া - কাটিহার) ০১ অক্টোবর থেকে ৬০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন চালাল করবে এবং উভয় দিকে মোট ৬১টি ট্রিপ চলবে। ট্রেন নং.০৭৫৪০০৭৫৬১ (কাটিহার - মনিহারি - কাটিহার) ২ অক্টোবর থেকে ৬০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে ৪৬টি ট্রিপ করে চলবে অন্যদিকে, ট্রেন নং.০৭৫৪০০৭৫৪৩ (কাটিহার - মনিহারি - কাটিহার) ১ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত উভয় দিক থেকে ১৮টি ট্রিপ করে চলবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং.০৫৭৪২ (নিউ জলপাইগুড়ী - গোমতীনগর) স্পেশাল ট্রেন প্রতি রবিবার ০৮.৬০ ঘটায় নিউ জলপাইগুড়ী থেকে রওনা হয়ে সোমবার ০৯.১০ ঘটায় গোমতীনগর পৌঁছাবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৭৪১ (গোমতীনগর - নিউ জলপাইগুড়ী) স্পেশাল প্রতি সোমবার ১২.২০ ঘটায় গোমতীনগর থেকে রওনা হয়ে মঙ্গলবার ১৫.০০ ঘটায় নিউ জলপাইগুড়ী পৌঁছাবে। যাত্রা পথে ট্রেনটির শিলিগুড়ী জং, ঠাকুরগঞ্জ, আরারিয়া কোট, পূর্ণিয়া, কাটিহার, মানসী, খাগরিয়া, সমতীপুর, হাজিপুর, ছাপরা এবং গোরখপুর সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে স্টপোজ থাকবে।



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এইডস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটি’ ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ভোর ৫,৩০টায় কলকাতার সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাদের চতুর্থ রাজ্য-স্তরের ‘রেড রান’ (১০ কিমি ম্যারাথন) ও ‘ওয়াকথন’ (৫ কিমি)-এর আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকর্তা ডা. স্বপন সোেরন, WBSAPCS-এর প্রকল্প অধিকর্তা ইউনিস রিশিন ইসমাইল (আইএএস), স্থল শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা শ্রী সুরজিং রায়, কর্মসূচি আধিকারিক শ্রীমতি ব্রিজিত কুজুর এবং WBSAPCS-এর অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ।

# এস আই আর-এর নোটিসে একাধিক হেভিওয়েট!

১- পাতার পর- তবে এই তালিকায় শুধু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী বা প্রবীণ রাজনৈতিক নেতারাি ননা। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজুরিওয়ালও এস আই আর-এর আওতায় নোটিস পেয়েছেন। এস আই আর থিরে অবশ্য ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি’ ঠিক কোন কোন মানদণ্ডে নির্ধারণ করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং নোটিসপ্রাপকদের তালিকা ও কারণ প্রকাশের দাবিতে সূপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়েছে। আদালত ২২ সেপ্টেম্বর বিষয়টি শুনবে বলে জানিয়েছে।

## অতি দ্রুত তদন্তে সন্দেহ তৈরি হয়

১- পাতার পর- করার ক্ষেত্রে তদন্ত কতটা তথ্যনির্ভর এবং প্রক্রিয়াটি কতটা যথাযথ ছিল, সেই বিষয়টিই গুরুত্ব পেয়েছে শুনানিতে। ফলে ২১ বছর পুরনো এই মামলার রায়ে সিবিআইয়ের তদন্তের ধরন নিয়ে সূপ্রিম কোর্টের মন্তব্য ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাজকর্ম ও তদন্তের পদ্ধতি নিয়ে আইনি মহলে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।’ দ্রুত তদন্তে সন্দেহ তৈরি হয়’, ফের সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন সূপ্রিম কোর্টেরকোনও তদন্তকারী সংস্থা কোনও মামলায় অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ করলে তা নিয়ে সংখ্য তৈরি হওয়া স্বাভাবিক-এক পুরনো ঘৃষ মামলার শুনানিতে এমনই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল সূপ্রিম কোর্ট। ২০০৫ সালের একটি মামলায় অভিযুক্ত এক রেল আধিকারিককে মুক্তি দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তদন্তের ধরন নিয়েই প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি দীপক্বর দত্ত এবং বিচারপতি এন কে সিংয়ের ডিভিশন বেধে মামলাটির শুনানি করছিল। আদালতের পর্যবেক্ষণ, কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘৃষ নেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ আনতে হলে তার পক্ষে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মামলায় অভিযোগ দায়ের এবং তদন্তকারী সংস্থার পক্ষেপণের সময় নিজে প্রশ্ন রয়েছে বলে মনে করেছে আদালত। সিবিআইয়ের দাবি ছিল, তাঁর হয়ে অন্য এক ক্যা টাকা গ্রহণ করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তদন্তের সময়কাল এবং ফাঁদ পাতার দ্রুততা নিয়েই প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালত।শুনানির সময় বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কোনও তদন্তকারী সংস্থা কোনও বিষয়ে অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপ করলে কখনও কখনও তা সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়তে পারে। আদালতের বক্তব্য অনুযায়ী, এই মামলায় একআইআর দায়ের হওয়ার আগেই অভিযুক্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে ফাঁদ পাতার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বলে যে পরিস্থিতি উঠে এসেছে, তা বিস্ময় তৈরি করে।



জলপাইগুড়ি জিলা আরএমসি এর ধূপগুড়ি প্রধান বাজার চত্বরে আজ বিজ্ঞানসন্মত প্যাক হাউসের উদ্বোধন করলেন কৃষি বিপণন দপ্তর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দিলীপ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন দপ্তরের সচিব শ্রী অভিনব চন্দা, IAS, জেলাশাসক শ্রীমতি অদিতি চৌধুরি, IAS,MLA, ধূপগুরি, CMA, জলপাইগুড়ি ,SDO ধূপগুরি, সচিব, জলপাইগুড়ি জেলা RMC ও অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ। আশা করা যায় এই নতুন পাক হাউস ধূপগুড়ির সজ্জি রঙানির ক্ষেত্রে অনেকটাই গতি বাড়াবে।

## বিজেপির ‘নেশামুক্ত পঞ্জাব যাত্রা’র তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা মেঘওয়ালের

ফাজিলকা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবকে মাদকমুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ‘নেশামুক্ত পঞ্জাব যাত্রা’র তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। রবিবার পঞ্জাবের ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত লাগোয়া ফাজিলকার সাদিকি সীমান্ত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যাত্রার সূচনা করেন তিনি। কর্মসূচির শুরুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসাফ ওয়ালা ওয়ার মেমোরিয়ালে উপস্থিত হয়ে ১৯৯১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে শহিদ জওয়ানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পঞ্জাব রাজ্য বিজেপির সভাপতি কেবল সিং খিলোঁ এবং দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন রাম মেঘওয়াল স্পষ্ট জানান, এই অভিযানের যেন কোনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না দেখা হয়। তিনি বলেন, অনেকে রাজনৈতিক কায়দা তোলার চেষ্টা করলেও এটি আসলে সমাজ স্কার ও যুবসমাজকে রক্ষার এক আন্তরিক উদ্যোগ। সফর চলাকালীন তিনি মাদকের করাল গ্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমবেদনা জানান এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

## ভারত-জাপানের যৌথ বায়ুসেনা মহড়া

যোধপুর, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারত ও জাপানের প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে আরও মজবুত করতে রাজস্বানের যোধপুর বায়ুসেনা ঘাটিতে পুরোমদে চলছে দ্বিপাক্ষিক বিমান প্রতিরক্ষা মহড়া ‘বীর গাড়িয়ান ২০২৬’।

### দুরন্ত বার্তা

| NAME CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I, Berendra Bala (Old Name) S/O- Debendra Bala residing at Vill-Choatia , PO-Bhawanipur , PS-Bagdah , Dist-North 24 Parganas, West Bengal 743270 do hereby declared that I have changed my name from Berendra Bala to Barendra Nath Bala and henceforth I shall be known as Barendra Nath Bala (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 17/09/2026 . My name Berendra Nath Bala & Barendra Bala both are same and one identical person |

| NAME CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I, Debashish Biswas (Old Name) S/O-Nanigopal Biswas residing at Vill-Bagdia , PO-Barajakur , PS-Santipur , Dist-Nadia, West Bengal 741404 do hereby declared that I have changed my name from De-bashis Biswas to Debashis Kumar Biswas and henceforth I shall be known as Debashis Kumar Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 17/09/2026 . My name Debashis Kumar Biswas & Debashis Biswas both are same and one identical person. |

| NAME CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I, Md Firoj Abbas Shaikh (Old Name) S/O- Ruhul Amin Sk residing at Vill-Gangaprasad , PO-Madanpur , PS-Daulatabad , Dist-Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Hazi Ruhul Amin to Ruhul Amin Sk and henceforth I shall be known as Ruhul Amin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 18/09/2026 . My name Md Firoj Abbas Sk & Md Firoj Abbas Shaikh both are same and one identical person. |

| NAME CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I, Debashish Das son of Puspal Das, residing at Vill: Sindrini, Bagdah, Dist: North 24 Parganas, Bongaon, Pin: 743297, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Debashish Das to Debashish Das and henceforth I shall be known as Debashish Das in all purpose, vide affidavit no.12, sworn before the Notary Public at Kolkata on 17/09/2026. Debashish Das and Debashish Das both are same and one identical person. |

| NAME CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I,Debaditya Singha Roy (Old Name),S/O Sanjib Sinha Roy ,Residing at 4/10B, Bijoy Grah,Jadavpur,Pin-700032,Kolkata, West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Debaditya Singha Roy (Old Name) to Debaditya Sinha Roy (new name) and henceforth I'll be known as Debarati Sinha Roy (New Name) and Debaditiy Singha Roy (Old Name) both are same and one identical person. |

| NAME CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I,ABDUL KAWSAR S/O-ABDUL O RAFIK, Resident -VILL - TILUTIA, PO-KU-RUMBA, PS-NANOOR, DIST -BIRBHUM, PIN-731303, I. ABDUL KAWSAR, hereby declare that SK ABDUL KAWSAR, S/O SK ABDUL RAFIK, ABDUL RAFIK SK are name of one and same Person i.e myself as Present in Affidavit SL.No-3255 of 17.02.26 |

## বেতন না পেয়ে, গত কয়েক দিন ধরে টানা জ্বরে মৃত্যু ‘নির্মলসাথী’ হীরা সাধুখাঁর

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি, ২০ সেপ্টেম্বরঃ অস্থায়ী কর্মীদের একাংশের দাবি, ৪-৫ মাস ধরে তারা বেতন পান না। ফলে সংসারের ন্যূনতম খরচটুকুও চালানোর ক্ষমতা নেই। জ্বরে কাবু হয়ে পড়ে থাকলেও হীরা টাকার অভাবেই ডাক্তার দেখাতে পারেননি বলেও দাবি তাদের। গত কয়েক দিন ধরে টানা জ্বর। মৃত্যু চুঁচুড়ার ‘নির্মলসাথী’ হীরা সাধুখাঁর (৪৩)। রবিবার সকালে মৃত্যু হয় হুগলি-চুঁচুা পুরসভার অস্থায়ী কর্মী হীরার। যদিও ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিধায়কের নিযুক্ত কো-অর্ডিনেটর বিজেপির অর্ণব রায়চৌধুরী জানান, যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। তবে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি ঠিক নয়। আর রাজ্যের প্রতিটি পুরসভাতেই মাইনে নিয়ে জট হয়ে রয়েছে, আগের সরকার এর জন্য দায়ী। একই সঙ্গে তিনি বলেন, “আমি যতটুকু জানি পুর কর্মীদের বকেয়া টাকার মধ্যে দু’মাসের মাইনে সুডা থেকে এসে গিয়েছে। কেন পুরসভা থেকে রিলিজ করা হলো না? প্রশাসক অছেন ঠিকই। তবে নীচের স্তরের যারা আছেন, তারা সরকার বা বিধায়কের প্রতিনিধি যারা দেখাশোনা করছি, তাদের হাফে নেন। তারা কি ইচ্ছাকৃত মাইনে আটকে রেখে বিষয়টাকে জটিল করতে চাইছেন, সেটাও জানি না।” দিন দশেক আগে হীয়ার শাশুড়ি আরতি সাধুখাঁর মৃত্যু হয়। এখনও শ্রদ্ধের কাজ হয়নি। এরই মধ্যে এ দিন ভোলাফটক এলাকায় বাড়িতে মৃত্যু হয় হীয়ার। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে পুরসভার অস্থায়ী কর্মী-সহ তাঁর সহকর্মীরা ওই বাড়িতে আসেন। কামায় ডেভেও পড়েন কেউ কেউ। স্কন্ধা নামে এক নির্মলসাথীর কথায়, “হীরা বার বার বলছিল, পাঁচ মাসের টাকা পাই। দু’মাসের টাকা দেবে বলল। টাকা এসেও গিয়েছে, তবু কেন দিচ্ছে না? শাশুড়ির কাজ, টাকা না দিলে হয়?” হীয়ার স্বামী লক্ষ্মণ সাধুখাঁ তেমন কোনও কাজ করেন না। তাঁদের দুই ছেলে। পড়াশোনা করে। হীয়ার আয়েই সংসার চলত। এ দিকে গত চার মাস ধরে হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বাকি। স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি যা সুতার অধীনে কাজ করেন এই নির্মলসাথীরা। চুঁচুড়া পুরসভায় ৭৪ জন নির্মলসাথী রয়েছেন। তাঁদের দাবি, সময় মতো টাকা না পাওয়ার সংসারে চাপ। তার উপরে কাজ থাকবে কি না, তা নিয়েও মানসিক চাপ রয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে মানসিক ভার তাঁরা ভেঙে পড়ছেন। হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের প্রতিনিধি স্নেহাসিনী চক্রবর্তী বলেন, “নির্মলসাথী’র পাঁচ মাস হয়ে গেল বেতন পাচ্ছেন না। অথচ কাজের চাপ বেড়েই চলেছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছিল, তখনই বলা হয়েছিল নির্মলসাথীদের বেতন ছেড়ে দেওয়া হবে। হীরা সাধুখাঁ অসুস্থ ছিলেন। আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে জেনেছিলাম সুতার টাকা চলে এসেছে। তা হলে তাঁদের টাকা কেন দেওয়া গেল না? বেতন না পেয়ে ডাক্তার দেখাতে পারেননি। তাই এই মৃত্যু।” যদিও এলাকার বিধায়কের নিযুক্ত কো-অর্ডিনেটর বিজেপির অর্ণব রায়চৌধুরী বলেন, “হীরা সাধুখাঁ মৃত্যুর খবরে আমরা শোকেমত্ত। ওর শাশুড়িও মারা গিয়েছেন কয়েকদিন আগে। এখনও কাজ মেটেনি। হীয়ার জ্বর হয়েছিল স্তন্যলা। এর বিস্তারিত কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি খুব খারাপ। হীয়ার যদি অর্থনৈতিক সমস্যা থাকত আমাদের জানাত, সরবরক চেষ্টা করতাম।” মাসের পর মাস বেতন নেই, পুষ্কার আগে চুঁচুড়া পুরসভায় অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভ। উৎসবের মরশুমেও নেই বেতন, হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভায় বিক্ষোভ অস্থায়ী কর্মীদের।

## শালবনি থেকে গ্রেপ্তার আকাশ ঘনিষ্ঠ মাও দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শালবনি, ২০ সেপ্টেম্বরঃ দিন কয়েক আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে মাওবাদি নেতা আকাশ ওরফে অসীম মণ্ডলকে। সেই গ্রেপ্তারির রেশ কাটার আগেই ফের বড় সাফল্য জঙ্গলমহলে। এ বার গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক মাওবাদি দম্পতিকে। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে এসটিএফ। ধৃত রাজু মাহাতো ওরফে মঙ্গল ও তাঁর মালতী মূর্মু দু’জনেই আকাশের ঘনিষ্ঠ বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মাথার নাম ছিল ৭ লক্ষ টাকা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, শালবনি ব্লকের লালগোড়িয়া অঞ্চলের সরবেড়িয়া গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এই মাওবাদি দম্পতিকে। ধৃত রাজু মাহাতো পরিচিত পতিতপনর মাহাতো এবং মঙ্গল নামেও।

# নির্বাচনী প্রচার থেকে সরে দাঁড়ালেন হুমায়ুন কবীর



নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২০ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচার থেকে সরে দাঁড়ালেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর এবং দলের প্রাধী গোলাম নবী আজাদ রবিন। রবিবার দুপুরে হুমায়ুন কবীর জানিয়ে দেন, “যেভাবে একের পর এক দলীয় কর্মীদেরকে নিষেধে মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে

এরপর আর নির্বাচনী প্রচারের ময়দানে থাকা যায় না। দলের কর্মীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই আমি নির্বাচনী প্রচার থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ থেকেই দলের প্রচার কেবলমাত্র সমাজ মাধ্যমের পাতায় চলবে।” হুমায়ুন কবীর বলেন, “আসন্ন রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে আমি এবং আমার পুত্র তথা দলের

## পাভুয়ায় দিনেদুপুরে এটিএম ভেঙে লুটের চেষ্টা, আটক ১ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাণ্ডুয়া, ২০ সেপ্টেম্বরঃ রবিবারের ফাঁকা দুপুরে পাণ্ডুয়ার ব্যস্ততম জিটি রোডে এটিএম ভেঙে টাকা লুটের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। স্থানীয় যুবকের তৎপরতায় ধরাও পড়লেন অভিযুক্ত। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে জিটি



রোডের কামারপাড়া কালীমন্দির সংলগ্ন একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের শাখা বন্ধ ছিল। খোলা ছিল সংলগ্ন এটিএম কাউন্টারটি। কাউন্টারে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না। সেই সুযোগেই এক যুবক পাথর হাতে এটিএম কাউন্টারের ভিতরে ঢুকে মেশিন ভাঙার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। সেই সময়ে কাছাকাছি একটি দোকানে কাজ করছিলেন বিষ্ণু পদ মূর্মু নামে এক যুবক।

এর পরেই খবর দেওয়া হয় পাভুয়া থানায়। খবর পেয়ে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তালা খুলে এটিএম কাউন্টারের ভিতর থেকে অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবকের নাম মহম্মদ সোহেল। তার বয়স ২২। বাড়ি পাণ্ডুয়ার মাগুরা এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঘটনার সময় ওই যুবক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন।

## বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক সহবাস, গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২০ সেপ্টেম্বরঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ। বর্ধমানে গ্রেফতার এক যুবক। বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্তকে। ধৃতের নাম অরিন্দম বিশ্বাস। তাঁর বাড়ি বর্ধমানের গাংপুরের স্বস্তি পল্লিতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলাদের সঙ্গে



সম্পর্ক তৈরি করতেন অভিযুক্ত। তারপর তাঁদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতেন তিনি। এরপর গত ১৯ সেপ্টেম্বর এই সংক্রান্ত একটি অভিযোগ দায়ের হয় বর্ধমান মহিলা থানায়। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর অরিন্দম

এক তরুণী অভিযোগ করেন, পরিচিত এক ব্যক্তি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার যৌন নির্ধাতন করেন এবং পরে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তারপরই এমন ঘটনা।

# বার্বিকিউয়ে কেরোসিন না অন্য রাসায়নিক? দেখছে ফরেনসিক টিম, সিটংয়ের হোমস্টেও বন্ধ করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাশীপুর, ২০ সেপ্টেম্বরঃ সিটংয়ের হোমস্টেতে নববধূর আগুনে ঝলসে যাওয়ার সেই ঘটনায় বার্বিকিউতে কী তরল ব্যবহার করা হয়েছিল, তা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন উঠেছে। হোমস্টের মালিক নিজে দাবি করেছিলেন, তাতে কেরোসিন ঢালা হয়েছিল। কিন্তু বার্বিকিউতে কেন কেরোসিন ঢালা হবে, প্রশ্ন তা-ও নিয়ে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এ বার ফরেনসিক দলের সাহায্য নিচ্ছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বার্বিকিউ করা খুব সহজ ব্যাপার নয় এবং সকলে পারেনও না। এর জন্য প্রশিক্ষিত কর্মী প্রয়োজন হয়। তাই সিটংয়ের হোমস্টে কী তরল ব্যবহার করা হয়েছে, তা বোঝা ভীষণ জরুরি। মালিক নেহাল আহিরন কেরোসিন

ঢালা হয়েছিল বলে ভিডিয়োবার্ভায় যে দাবি করেছেন, তা যাচাই করা দরকার। যদিও সেই তরল



কেরোসিন না হয়, তা হলে তা কী এবং আদৌ তা বার্বিকিউতে ব্যবহার করা যায় কি না, সেটাও দেখা প্রয়োজন বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। কাশীয়াং থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই হোমস্টে থেকে সেই তরল

বোঝাবো, দলের বক্তব্য রাখবে এবং টেবিল চিহ্নে আমার পুত্র তথা দলের প্রাধী গোলাম নবী আজাদকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন রাখবো।” নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর আরও জানান, “ভোটের ময়দানে নেমে প্রচার না করলেও এরপর আমার দলীয় চিহ্ন, ‘টেবিল’ মানুষের বাড়িতে বাড়িতে ছাপিয়ে পৌঁছে দেব। তারপর মানুষ যা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা সকলেই তা মেনে নেব।” মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, “এমসিসি লাগু থাকা সত্ত্বেও পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কোনও কাজ করছে না। এক কথায় গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে আমরা আর মাঠে ময়দানে নেমে প্রচার করব না। আমাদের সমাজমাধ্যমের পাতা থেকেই আগামী কয়েক দিন দলীয় প্রচার চালানো হবে।” হুমায়ুন কবীর বলেন, “কর্মীদের স্বার্থের কথা চিন্তা

## পুজোর আগে ডাকাতির হুক, খবর পেয়েই ভেঙে দিল নদিয়ার পুলিশ, অস্ত্র-সহ হাতেনাতে ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিপুর, ২০ সেপ্টেম্বরঃ পুজোর আগে বড় মাপের ডাকাতির হুক করেছিল দুস্তুতীরা। গোপন সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে তা ভেঙে দিল নদিয়ার শান্তিপুর থানার পুলিশ। ডাকাত দলের পাঁচ জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলল তারা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার শাউরি, ধারালো চপার, নাইলন দড়ি এবং স্ক্রু ড্রাইভার। অভিযুক্ত ডাকাতদের নাম আব্দুর সাত্তার শেখ, আনোয়ার ঘরামি, হাফিজুল শেখ, শওকত শেখ ও শাহজাহান মল্লিক। প্রশাসন সূত্রের খবর, পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, শনিবার গভীর রাতে প্রায় ১০-১৫ জনের একটি দল বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই খবর পাওয়া মাত্র শান্তিপুর থানার পুলিশের একটি দল ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বাবলা কেসিসি কোম্পানি সংলগ্ন এলাকায় হানা



জিজ্ঞাসাবাদ করে ডাকাতির পরিকল্পনার ব্যাপারে জানতে পারেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের বাড়ি শান্তিপুর থানা এলাকার আড়পাড়া এবং পাঁচপোতা এলাকায়।

## ১৫ দিন পঞ্চায়েত প্রধান অফিসে না গেলেই প্রশাসক বসিয়ে দেওয়া হবে, কড়া বার্তা মন্ত্রী দিলীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২০ সেপ্টেম্বরঃ পঞ্চায়েত প্রধানদের কড়া বার্তা মন্ত্রীর। ১৫ দিন পঞ্চায়েতে না এলেই বসিয়ে দেওয়া হবে প্রশাসক। রবিবার কোচবিহারে এ কথা বললেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও

যাচ্ছেন দিলীপ ঘোষ। সরকার এ বার গ্রামীণ উন্নয়নে বরাদ্দ বাড়িয়েছে। কাজের গতিতে কোনও আপস করতে নারাজ তারা। এখন বর্খালকা। সেটা একটা সমস্যা রয়েছে ঠিকই। তবে পঞ্চায়েত



গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রাজ্যে পালাবদল হতেই বিভিন্ন গ্রামপঞ্চায়েতে অচলারস্বা দেখা দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকা গ্রামপঞ্চায়েতে গুলির সিংহভাগেই দেখা নেই প্রধানের। ফলে একদিকে যেমন মানুষ ভুগছেন, তেমনই সরকার কাজে গতি হারিয়েছে। পড়ে রয়েছে টাকা। এই পরিস্থিতিতে ১৫ দিন যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান আসবেন না, সেখানে প্রশাসক বসিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানেন দিলীপ। পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি দেখতে জেলায় জেলায়

এলাকাগুলিতে সার্বিক ভাবে উন্নয়নমূলক কাজে পারফরম্যান্স

বাড়ানোই টার্গেট রাজ্যের। দিলীপ ঘোষ বলেন, “গ্রামীণবিকাশ দপ্তরের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ চলছে, তা নিয়েই রিভিউ বৈঠক ছিল আজ। আলিপুর ও কোচবিহার, দুই জেলার ডিএম, পঞ্চায়েত সচিব-সহ জেলা আধিকারিকরা ছিলেন। বিব্রাতিত আলোচনা হয়েছে। এখানে পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক কিছু সমস্যা আছে। সমাধানের রাস্তাও বলা হয়েছে।” কী সেই রাজনৈতিক সমস্যা? মন্ত্রীর উত্তর, “অনেক পঞ্চায়েতে অনাস্থা আনা হয়েছে। এক জনতার দরবারে প্রাক্তন নেতা। রীতিমতো সামাজিক মাধ্যমে উস্কা গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভিডিয়ো। ভিডিয়োতে আরও শোনা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তি সাবলের প্রাক্তন হুমকি দিচ্ছেন, ‘আপনাকে যদি এখন রাস্তায় দাড়িয়ে মারধর করা হয় সেটা ক্ষমেন হবে। আপনি তো আ্যসিড ছুড়েছেন, লোকের বাড়ি ভাঙছেন করিয়েছেন, মারধর করেছেন, এখন যদি আপনাকে মারধর করা হয় কোন লাগবে বলুন।’” তাকে আরও বলতে শোনা গিয়েছে, “রাজনীতি ক্ষণস্থায়ী দীর্ঘস্থায়ী নয় সেটা বোঝা উচিত ছিল আপনরা।” ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, সাবের আলি রীতিমতো হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছেন। রাজ্যে পালা বদলের পর একাধিক জায়গায় তৃণমূলের দাপট নেতারা। তাঁদের বিরুদ্ধে, অভ্যচার, মারধর, কটমানি, ঘুষ নেওয়া-সহ গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ উঠেছে। গ্রেফতারির সময়ে পুলিশের সামনেই তাদের ক্ষুর জনতার ডিম-থোপারি শিকার হতে হয়েছে।

# মমতার কথায় ভোট-যুদ্ধে ফিরেই কৌশলী-বৈঠক সারলেন রবিউল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, রেজিনগর, ২০ সেপ্টেম্বরঃ উপনির্বাচনে লড়বেন কি না, তা নিয়েই শনিবার সকাল পর্যন্ত ছিল অনিশ্চয়তা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বদলে ফেলেন সিদ্ধান্ত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ফের ভোটের ময়দানে নামবেন বলে ঠিক করে নিয়েছেন মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের কাাঁলীঘাট তৃণমূলের (মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস) প্রাধী রবিউল আলম চৌধুরী। আর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতেই রবিবার বেলদাঙায় পার্টি অফিসে বৈঠক করে উপনির্বাচনের প্রচারের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন তিনি। সম্ভ্বে



ছিলেন কালীগঞ্জের বিধায়ক আলিকা আহমেদ, জলঙ্গির বিধায়ক বাবর আলি-সহ দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা। রেজিনগরে আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন। ফল প্রকাশ হবে ৯ অক্টোবর। বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। একই সঙ্গে নওদা থেকেও জেতার পর রেজিনগর আসনটি ছেড়ে দেন তিনি। সেই কারণেই ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। উল্লেখ্য, একইদিনে উপনির্বাচন হবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছেড়ে দেওয়া নন্দীগ্রাম কেন্দ্রেও। এবার রেজিনগরের লড়াইয়ে মমতা তৃণমূলের প্রতীক ‘ফুটবল পায়ে ফুটবলার’। রবিবারের বৈঠকে রবিউলকে প্রতীকী ভাবে একটি ফুটবল তুলে দেন আলিকা ও বাবর। শনিবার থেকেই নিজের এলাকায় প্রচার শুরু করেছেন রবিউল। সূত্রের খবর, উপনির্বাচনের প্রচারের পরিকল্পনা এবং বৃথভিত্তিক রণকৌশল ঠিক করতেই রবিবারের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। রেজিনগরে পঞ্চায়েত ধরে ধরে প্রচারের হুক তৈরি করছে কাাঁলীঘাটের তৃণমূল নেতৃত্ব। অন্যদিকে, রবিবার এলাকায় দেখা যায় মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খানের ভাগ্নে সফিউজ্জামান

নামেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রয়েছে বলে নতুন ‘ফুটবলার’ প্রতীক চিত্রতে ছোটারদের সমস্যা হবে না বলেও দাবি করেন তিনি। তবে রবিউল নিজেই স্বীকার করেছেন, এই উপনির্বাচনের লড়াইয়ে শক্তির বিচারে বিজেপি কিছুটা এগিয়ে। তা সত্ত্বেও প্রচারে কোনও খামতি রাখতে চান না তিনি। শনিবারই ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। সেদিন সকালে রবিউল জানিয়েছিলেন, তিনি আরভোটে লড়বেন না। কিন্তু প্রায় দু’ঘণ্টার মধ্যেই বদলে যায় সিদ্ধান্ত। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পর ফের ভোটে লড়ার কথা জানান তিনি। বলেন, পাশে একজন কর্মী থাকলেও ময়দান ছাড়বেন না। এই সিদ্ধান্তকেই রবিবার কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রেজিনগর প্রাধী শাখারত সরকার। তাঁর দাবি, বাবরার রাজনৈতিক অবস্থান বলানোই তাদের পরিচয়। তবে রেজিনগরের মানুষের মূল চাহিদা শিল্প ও উন্নয়ন, আর তা বিজেপির দিতে পারবে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, রাজনীতিতে যতই দ্রুত পরিবর্তন আসুক, ছোটাররা কানে চান, সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

## রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদে উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, রেজিনগর, ২০ সেপ্টেম্বরঃ আসন্ন রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানা এলাকা থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি। মালদা জেলা থেকে মুর্শিদাবাদে আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করতে



গিয়ে রবিবার দুপুর নাগাদ সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন দুই ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তিদের নাম অক্ষয় মঙ্গল এবং বিমুজ্জি মন্ডল। দু’জনেরই বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, কোনও একটি দুস্তুত চক্রের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে মালদা জেলা থেকে মুর্শিদাবাদে এই আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি নিয়ে আসা হচ্ছে। আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলির চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িয়ে রয়েছে পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ‘সিঙ্গেল শটার’ এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বিহারের মুন্সের জেলায় তৈরি করা হয়েছিল। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার সজল কাশি বিশ্বাস বলেন, রবিবার দুপুর পৌনে বাঘোটা নাগাদ সামশেরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁর টিম নিয়ে তারাপুর হাসপাতাল সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর অভিযান চান। সেই সময় একটি সন্দেহজনক অটো গাড়িকে যেতে দেখে তাঁর দুই আরোহীকে আটক করে পুলিশ। এরপর তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় দশটি দেশী আগ্নেয়াস্ত্র এবং দশ রাউন্ড গুলি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, “প্রাথমিক তদন্তে আমরা

জানতে পেরেছি ধৃত দুই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের একটি বড় চক্রের সঙ্গে জড়িত। একাধিক জেলায় তাদের নামে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের মামলাও রয়েছে।” তিনি বলেন, “আসন্ন রেজিনগর উপনির্বাচনের সঙ্গে এই

| বিজ্ঞপ্তি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| আমার মজেল মননধীরা পদ পিতা-পূর্ণ চন্দ্র দাস, সাং-৯২ বাপডুগু, খাসা-ভেজুড়, জেলা-হাওড়া, শ্রীমত্যা কল্যাণ ঘোষ, স্বামী-স্বর্গায় হারান পাল, সাং-পেটিং-২২ খাপরদা গাওয়ারা, ২) শ্রীমতি বৃন্দী পাল, স্বামী-শ্রী বারালিয়া পাল, সাং-পেটিং-২২খাপরদা হাওড়া, ৩) শ্রীমতি বৃন্দী পাল, স্বামী-শ্রী বারালিয়া পাল, সাং-পেটিং-২২খাপরদা হাওড়া, ৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ২০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ২১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ২২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ২৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ২৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ২৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ২৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ২৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ২৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ২৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৩০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৩১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৩২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৩৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৩৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৩৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৩৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৩৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৩৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৩৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৪০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৪১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৪২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৪৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৪৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৪৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৪৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৪৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৪৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৪৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৫৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৬৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৭৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৮৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ৯৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১০৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১১৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১২৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৩৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪৩) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪৪) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪৫) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪৬) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪৭) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪৮) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৪৯) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৫০) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৫১) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৫২) স্বামী-২২ খাপরদা হাওড়া, ১৫৩ |

## দিলপ্রীতের চার গোলে ইন্দোনেশিয়াকে ১৩-১ ব্যবধানে হারাল ভারত

নাগোয়া (জাপান), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ রবিবার অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস ২০২৬ পুরুষদের হকি পূর্ন ‘ ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যকার ম্যাচে ভারত ইন্দোনেশিয়াকে ১৩-১ গোলে হারালো। দিলপ্রীত সিং চারটি গোল করেন, অন্যদিকে শীলানঃদ লাকরা ও সুখজি সিং দুটি করে গোল করেন। হরমনপ্রীত সিং, রাজিন্দর সিং, মনদীপ সিং, যুগরাজ সিং এবং অভিষেক প্রত্যেকে একটি করে গোল করেন। ভারতের পুরুষ হকি দলের পরবর্তী ম্যাচটি ২২ সেপ্টেম্বর, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হবে।

## এশিয়ান গেমসে শুটিংয়ে প্রথম পদক জিতল ভারত

নাগোয়া (জাপান), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ রবিবার আইটি-নাগোয়া এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ ভারত তাদের প্রথম পদক জিতেছে, কারণ মহিলা দল ১০ মিটার এয়ার রাইফেল টিম ইভেন্টে একটি রৌপ্য পদক জিতেছে। এলাভেনিল ডালারিডান, সোনাম উত্তম মাঙ্কার এবং বিদর্সা কে. বিনোদ স্মিলিতভাবে ১৮৯৮.০ স্কোর করে ত্রয়ীটিকে চিনের পিছনে দ্বিতীয় স্থান এনে দেন। মিস্ত্র ডার্শীল আটসের মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী ৬০ কেজি ওজন বিভাগে সুচিকা তাইরিয়াল সেমিফাইনালে তৃতীয় ভারতও একটি ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছে। রবিবার পুরুষদের ট্রাথলোন জিতে জাপানের তাকুমি হোজো গেমসের প্রথম স্বর্ণপদকটি অর্জন করেছেন।

## হাফিনিয়ার আবার হ্যাটট্রিক, বার্সিলোনার টানা সপ্তম জয়

বার্সিলোনা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ চার দিনের মধ্যে অধিনায়ক হাফিনিয়ার দ্বিতীয় হ্যাটট্রিকে সেভিয়াকে হারিয়ে লিগ টেবিলে ছয় পয়েন্টে এগিয়ে গেল বার্সিলোনা। প্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। ইউসুফ ফোফানার গোলে পিছিয়ে পারার পর, প্রথমার্ধেই সমতা তানেন হাফিনিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে আরও দুটি গোল করে জয়ের নায়ক তিনি। ম্যাচে জয়ের দেখা না পেলেও দলের শেষ দুই গোলে সহায়তা করেন তারকা লামিন ইয়ামালা। এবারের লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা হাফিনিয়ার গোল হল সাত ম্যাচে ১২টি, সঙ্গে অ্যাসিস্ট আছে তিনটি। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মরসুমে আট ম্যাচে তাঁর গোল হল ১৪টি। প্রথম সাত ম্যাচের সবকটি জিতে ২১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে আছে বার্সিলোনা। একটি করে ম্যাচ কম খেলে সমান ১৫ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ দুইয়ে ও রিয়াল বের্তিস তিনে আছে।



# আমাকে জানানোই হয়নি’, নেতৃত্ব হারিয়ে আফগান বোর্ডকে নিশানা রশিদ খানের

কাবুল, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ০-৬ ব্যবধানে হারের পর আফগানিস্তান ক্রিকেটে নতুন করে চর্চায় নেতৃত্ব বদল। অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তারকা অলরাউন্ডার রশিদ খানকে। তবে আফগান ক্রিকেট বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে যে তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রশিদ। তাঁর অভিযোগ, অধিনায়কত্ব থেকে তাঁকে সরানোর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি। বোর্ডের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরেই বিষয়টি জানতে পারেন তিনি।এক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রশিদ বলেন, পুরো ঘটনটি তার কাছেও পরিষ্কার নয়। তাঁর দাবি, বোর্ড যখন নেতৃত্ব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রকাশে আনে, তখনই তিনি জানতে পারেন যে আর অফগানিস্তানের অধিনায়ক থাকছেন না। তার আগে এই বিষয়ে

তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি। রশিদের কথায়, ‘কী ঘটছিল, সেটা আমার কাছেও পরিষ্কার নয়। বোর্ড যখন সিদ্ধান্তে কথা ঘোষণা করে, তখনই জানতে পারি নেতৃত্ব পরিবর্তন হয়েছে। আমি আর অধিনায়ক থাকছি না। তার আগে আমাকে কিছুই জানানো হয়নি।’তবে নেতৃত্ব হারানোর বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও নতুন অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরানোর নেতৃত্বে খেলতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই বলে স্পষ্ট করেছেন রশিদ। দলের স্বার্থেই নতুন অধিনায়ককে সহযোগিতা করতে চান তিনি। বরং নিজের দায়িত্ব এখন একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হিসেবে দলের পাশে থাকা বলেই মনে করছেন আফগান তারকারশিদের নেতৃত্বে আফগানিস্তান ৪৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছে। তার মধ্যে ২৬টি ম্যাচে জয় পেয়েছে আফগান দল, হেরেছে ২২টিতে। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তাঁর

নেতৃত্বেই আফগানিস্তান প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল। সেই প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলকেও হারিয়েছিল তারা। ফলে নেতৃত্ব হারানোর সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই হতাশা রশিদ। তবে অতীতের সফল্য আঁকড়ে বসে থাকতে চান না তিনি। তাঁর বক্তব্য, ক্রিকেটে এমন কিছু সিদ্ধান্ত ও পরিস্থিতি থাকে, যেগুলি একজন ক্রিকেটারের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তাই অধিনায়কত্ব চলে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত ভাবার পরিবর্তে নিজের ক্রিকেটে মন দিতে চান তিনি। বর্ষিদের কথায়, অধিনায়কত্ব তাঁর কাছে কখনও দেশের হয়ে খেলার চেয়ে বড় বিষয় নয়। তিনি বলেন, এখন আর অধিনায়ক না থাকলেও তাঁকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। দেশের জার্সিতে মাঠে নামতে পারাটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয়। নিজের সামর্থ্যের পুরোটা দিয়ে দলকে সাহায্য করে যেতে চান তিনি। অধিনায়কত্ব না থাকলেও দলের তরুণ

ক্রিকেটারদের পাশে থাকার ব্যাপারে অগ্রহী রশিদ। নিজের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সতীর্থদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, একটি দলকে সফল্য পেতে হলে প্রথমেই নিজেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সেই আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে পারলে বড় দলগুলির বিরুদ্ধেও আফগানিস্তান সাফল্য পেতে পারে।ভারতের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়েও মুখ খুলেছেন রশিদ। তাঁর মতে, ভারতের বিরুদ্ধে অতীতের ফলাফল অনেক সময় আফগান ক্রিকেটারদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করে। এখনও পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে জয় না পাওয়াটা যে হতাশাজনক, সেটিও স্বীকার করেছেন তিনি। রশিদের বক্তব্য, ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামলে কখনও কখনও আফগান ক্রিকেটাররা নিজেদের স্বাভাবিক খেলতে পারেন না। চাপের কারণে দলের পারফরম্যান্সে

তার প্রভাব পড়ে। তবে এই পরিস্থিতি বদলানো সম্ভব বলেই বিশ্বাস তার।তাঁর মতে, অতীতের ফলাফল ভুলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারলে ভারতকেও হারানো সম্ভব। সেই বিশ্বাস দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারের মধ্যে তৈরি করা প্রয়োজন। নেতৃত্বের দায়িত্ব এখন তাঁর হাতে না থাকলেও, দলের তরুণ ক্রিকেটারদের সেই আত্মবিশ্বাস জাগানোর ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান রশিদ।অর্থাৎ, নেতৃত্ব হারানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে তাঁর অসন্তোষ থাকলেও দেশের ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কোনও ইচ্ছিত দেননি রশিদ। বরং নতুন অধিনায়কের পাশে থেকে আফগানিস্তানকে আরও শক্তিশালী করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। এখন দেখার, ইব্রাহিম জাদরানোর নেতৃত্বে আফগানিস্তানের নতুন অধ্যায় কতটা সফল হয় এবং রশিদের অভিজ্ঞতা সেই দলে কীভাবে কাজে লাগে।

## টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করল ইংল্যান্ড

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ শনিবার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করে ইংল্যান্ড আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি দলের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থান দখল করেছে । ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ভারতকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়ে ইংল্যান্ড কিছু সময়ের জন্য শীর্ষস্থান দখল করলেও, বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা জুলাই মাসে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আবারও এক নম্বর স্থান পুনরুদ্ধার করে। তবে, অধিনায়ক হ্যারি ব্রেকের নেতৃত্বে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ইংল্যান্ড ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শ্রীলঙ্কাকে ৬-০ ব্যবধানে হারিয়ে ভারতকে আবারও ছাড়িয়ে গেছে।



২০২৪ সালে ব্রুক দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ইংল্যান্ড ২৬টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের মধ্যে ২৬টিতেই জয়লাভ করেছে। ভারত ও ইংল্যান্ড উভয়েরই রেটিং পয়েঃ ট একই-২৬১। কিন্তু ভারত ৬৪টি

ম্যাচে ১৭,২০১ পয়েঃট পেয়েছে, যেখানে ইংল্যান্ড মাত্র ৪১টি ম্যাচে ১১,০২১ পয়েঃট অর্জন করেছে, যা তাদেরকে এই উপমহাদেশীয় দেশটিকে ছাড়িয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

## একক বিভাগে হেরেছেন কুইমসি ডিসুজা, দ্বৈত বিভাগে চতুর্থ হয়েছেন

নাগোয়া (জাপান), ২০ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ রবিবার নাগোয়া শহরের হিগাশি স্পোর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত

লড়াইয়ে স্বাগতিক দেশের ফেভারিট খেলোয়াড়টিই জয়ী হন। মিশ্র দ্বৈতের ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে কুইমসি ও



গিয়ে মহিলা এককে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। গ্রুপ পর্বে যখন দুই তেকেরের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন ভারতীয় খেলোয়াড়টি সাকামোটিকে ২-১ (১০-১২, ১২-১১, ১৬-১১) সেটে হারিয়েছিলেন, কিন্তু পোডিয়ামে জায়গা করে নেওয়ার

আনাস বেগ ভিয়েতনামের গিয়া নি ব্রিন ও হোয়াং মিন তান নগুয়েনের কাছে ০-২ (৯-১২, ৬-১২) সেটে হেরে গেছেন। মিস্ত্র ডাবলস প্রতিযোগিতার শেষের দিকে ২৪ বছর বয়সী

ফুটবলপ্রেমী গাবার বোরসানি, গিয়োগি গান্ডিয়ান এবং ভিট্রির হুসার এই খেলাটি উদ্ভাবন করেন এবং ২০১৭ সালে বুদাপেস্টে প্রথম আনুষ্ঠানিক টেকবল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়।

## রাস্তাতেই ১০ ঘণ্টা! জ্ঞান হারিয়ে নাম প্রত্যাহারে বাধ্য হলেন এশিয়াডে ইতিহাস গড়া বাঙালি

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃপ্রধানমন্ত্রীর অর্থমৈত্রিক উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যের পুত্র। দেশের প্রতিনিধি হিসাবে এশিয়ান গেমসে নেমেছিলেন। কিন্তু প্রতিযোগিতায় নামার আগেই জ্ঞান হারালেন তিনি। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হয়ে পড়ে যে এশিয়ান গেমস থেকেই নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলেন বরুণ সান্যাল। শোনা যাচ্ছে, এশিয়াডে যোগ দেওয়ার জন্য জাপানে পৌঁছানো থেকেই বারবার ভোগান্তি পোষাতে হয়েছে তাঁকে। অন্তত ১০ ঘণ্টা ধরে পথে পথে ঘুরতে হয়েছে। এবারই এশিয়াডে যোগ হয়েছে মিস্ত্র ডাবলস আর্ট বা এমএমএ। প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছিল বরুণ। এশিয়ান গেমসে সুযোগ পাওয়া ক্রীড়াবিদদের প্রাথমিক তালিকায় নাম ছিল না বরুণের। পরে সংযোজিত তালিকায় ঠাই পেয়েছেন তিনি। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজা খেলার সুবাদে এই সুযোগ পেয়েছেন বরুণ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৭৭ কেজি বিভাগে আর নামা হল না তাঁর। রবিবার লড়াইয়ে নামার আগে সনায় গিয়ে জ্ঞান হারান তিনি। ওজনভিত্তিক প্রতিযোগিতায় নামার আগে প্রতিযোগীরা সনায় যান মূলত ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে। অত্যধিক গরমের দরুণ ঘাম হয় সেই সনায়। কিন্তু সেখানে গিয়েই বরুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেশিতে টান ধরে, দেহে জলের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়।

রাত্রে একটি নাগাদ সনাত্বেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। এক নেপালি আ্যথলিট দেখতে পেয়ে বরুণকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বরুণ আনফিট। তাঁকে লড়াইয়ে নামার অনুমতি দেওয়া যাবে না। বরুণের এই দশার জন্য আবারও আঙুল উঠছে এশিয়াডের আয়োজকদের দিকে। জানা গিয়েছে, এশিয়াডের সিস্টেমে তাঁর নাম রেজিস্টার করাতেই অন্তত ১০ ঘণ্টা সময় লেগেছে।

প্রকাশিত

# সুচিকিংসা

৬৮ বর্ষ • দশম সংখ্যা • ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

## পাঁচটি রোগের সাতকাহন

- বোঝাবারি সার্জরি আধুনিক চিকিৎসারিয়ানের এক নতুন দিগন্ত
- ক্যান্সার চিকিৎসায় রোহিত্যশনের চূড়ান্ত
- চর্যাধুনিকের আনন্দনাঃ সচেতনরাই প্রথম রত্নাকর
- কোতোকোর ক্যান্সার অরোহিত্য চোখে অরোহিত্য
- ক্যান্সারের পুরের জীবন
- “হাট আটককর পরিবার”
- মানসিক চাপ
- হাটের কড়া
- ডায়াবেটিস
- নিরোহিত্যের অর
- চিকিৎসক

সুচিকিংসা এখন অদলহাইপে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন